ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রারের কার্যালয়
www.iau.edu.bd
বাড়ি নং-১২৪/৯০/৩, ব্লক-বি, সড়ক নং-০২, ওয়েস্ট ধানমন্ডি, বছিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২৩১

স্মারক নং- ইআবি/একা-১৮/বিবিধ/২০১৮/০০০৯৪ তারিখ ঃ ১ ফাল্গুন ১৪২৭ বাং / ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের লক্ষ্যে প্রাক প্রস্তুতি গ্রহণ প্রসঙ্গে।

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত ও অধিভূক্ত সকল ফাজিল ও কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি গাইড লাইন তৈরি করা হয়েছে (সংযুক্ত)। শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা যায় তজ্জন্য উক্ত গাইড লাইন অনুযায়ী অধিভুক্ত সকল মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে তাদের শিক্ষার্থী-শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

শুধু করোনাকালীন সমস্যা মোকাবিলা নয়, বরং **'মুজিব বর্ষ'** উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল ফাজিল ও কামিল মাদরাসাকে স্থায়ীভাবে পরিস্কার, স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ও আনন্দময় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
বিষয়টি অতীব জরুরী

উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে

১৪/২/২০২১

(এ. এস. মাহমুদ)
রেজিস্ট্রার
মোবাইল নং- ০১৭০৫-৪০৮০০১
E-mail : iau.registr@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):
অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), ফাজিল ও কামিল মাদরাসা.....(সকল)।

ইআবি/একা-১৮/বিবিধ/২০১৮/০০০৯৪ (১০) তারিখ ঃ ১৪-০২-২০২১ ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):
১. ট্রেজারার, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৫. পরিদর্শন দপ্তর প্রধান, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৬. কারিকুলাম উন্নয়ন ও মুল্যায়ন কেন্দ্র, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৭. উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব(উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮. জনসংযোগ, তথ্য ও পরামর্শ দপ্তর, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯. আই.সি.টি শাখা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০. অফিস নথি।

(ড. মো. আবু হানিফা)
উপ-রেজিস্ট্রার
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৮০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রনালয়

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ নির্দেশনা

সূচীপত্র

ভূমিকা ৩
নির্দেশিকাটি প্রণয়নে যে মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে: ৩
নির্দেশিকা প্রণয়নে মুল যেসব স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সূচকসমূহকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে: ৩
এই নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা ৪
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের ধাপ ৪
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ: ৪
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকার কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ৪
নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা ৬
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি ৬
১. নিরাপদভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য করণীয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা ৮
২. নিরাপদভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা ৮
৩. দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে পরিকল্পনা ১৩
৪. শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তা ১৪
৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু বিষয়ক প্রচারণা পরিকল্পনা ১৪
পরিকল্পনা প্রণয়নের নমুনা ছক: ১৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রস্তুতকরণ ১৮
১. নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রস্তুতি ১৮
২. নিরাপদ শিখন কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতি ১৯
৩. দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের প্রস্তুতি ২১
৪. শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা, পুষ্টি ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তার প্রস্তুতি ২১
৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু বিষয়ক প্রচারণা ২২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুকরণ ২৩
১. নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রস্তুতি ২৩
২. নিরাপদ শিখন কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতি ২৪
৩. দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের প্রস্তুতি ২৪
৪. শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা, পুষ্টি ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তার প্রস্তুতি ২৪
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলাকালীন করোনার বিস্তার রোধে পদক্ষেপসমুহ ২৬
অন্যান্য ২৯
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনের সম্পৃক্ততা ২৯
অর্থায়ন ২৯
মনিটরিং ২৯
নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কর্মপরিকল্পনা পুনর্মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা ৩০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার নমুনা ৩০
সংযুক্তিসমূহ ৩২
সংযুক্তি ১: সম্ভাব্য উপকরণ সমূহের / সরঞ্জামের তালিকা ৩২
সংযুক্তি ২ - কাপড়ের মাস্ক তৈরির ও ব্যবহারের প্রক্রিয়া (ছবিসহ) ৩৩
সংযুক্তি ৩- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের পর নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম নিশ্চিতরণে মনিটরিং চেকলিস্ট ৩৬
সংযুক্তি ৪- সঠিক নিয়মে হাত ধোয়ার সচিত্র বিবরণ (পোস্টার) ৩৭

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ নির্দেশনা

প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০২১

সহায়তা - unicef

ভূমিকা

এই নির্দেশিকাটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের জারিকৃত নির্দেশনা এবং WHO, UNESCO, UNICEF, World Bank, CDC (USA) এর আন্তর্জাতিক নির্দেশনা অনুসরণ করে এই নির্দেশনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে স্থানীয় বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ করতে এই নির্দেশিকাটি প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিকীকরণ করা যেতে পারে।

নির্দেশিকাটি প্রণয়নে যে মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে:

নির্দেশিকাটি প্রণয়নে নিম্নলিখিত নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে যাতে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় খোলা যায়-

- শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া;
- জাতীয় পর্যায়ের সকল স্বাস্থ্য বিধি ও নির্দেশনা মেনে এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধিসমূহ বিবেচনায় রেখে সর্বোচ্চ নিরাপদ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের (শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় স্বাস্থ্য ও প্রশাসন এবং কমিউনিটি) সম্পৃক্তকরণ;
- স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুকরণ এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রাপ্তি, বাছাই ও তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাসঙ্গিকীকরণ;
- দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত, জেন্ডার, নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধিতা বিবেচনা করে সকলের জন্য প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রতিটি শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আনন্দঘন শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- প্রতিটি শিক্ষার্থীর পুষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে পুষ্টি শিক্ষা এবং পুষ্টিসেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে নতুন স্বাভাবিকতা (New Normal) হিসেবে বিবেচনা করা;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (সরকারি/বেসরকারি, আবাসিক/অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) জন্য বিবেচনাকরণ;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রণীত, যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহকে কেন্দ্র করে প্রণীত;
- সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা, জনবল ও দক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনায় বাস্তবসম্মতভাবে প্রণীত।

নির্দেশিকা প্রণয়নে মুল যেসব স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সূচকসমূহকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে:

এই নির্দেশিকাটি প্রণয়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নলিখিত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে যাতে এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং কর্মীদের নিরাপদে রাখতে এবং কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে সহায়তা করতে পারে।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালে সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্টাফ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বদা মাস্ক পরিধানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমে নির্দেশিত (৩ ফুট) শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা
- একসাথে অধিক সংখ্যক মানুষের জমায়েতকে নিরুৎসাহিত করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় পর পর নিয়ম মেনে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার/পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা;
- হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার পালন করা ও উৎসাহিত করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেঝেসহ সকল এলাকা প্রতিদিন নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পানি, স্যানিটেশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধা রাখা এবং পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত পরিবেশ রাখার পদ্ধতি অনুসরণ করা;
- শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করা এবং কেউ অসুস্থ/আক্রান্ত থাকলে/হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থার পাশাপাশি কন্টাক্ট ট্রেসিং করে অন্যদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা;

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটির মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে গুজবের আতংক ও মহামারির বিস্তার রোধে শিক্ষার্থীসহ সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

এই নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (সরকারি/বেসরকারি, আবাসিক/অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) এই নির্দেশিকা ব্যবহার করতে পারবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের ধাপ

এই নির্দেশিকাটিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করার জন্য যে ধাপগুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে তা হলো:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ:

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কবে থেকে পুনরায় চালু হবে তা কেন্দ্রীয়ভাবে সরকার কর্তৃক ঘোষণা করা হবে। তবে পুর্ব প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বেশ কিছু উদ্যোগ বিশেষ করে বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থ সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা সংক্রান্ত সরকারি ঘোষণা অনুসরণের পাশাপাশি প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ ও ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকার কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বিষয়ে সভা করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুকরণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে আলোকে প্রণীত নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাটি প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাগণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহার করবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকার কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

করোনা সংক্রমণের বিস্তার বিবেচনায় নিরাপদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারবে কি-না; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ রাখার প্রভাব সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপর কীভাবে পড়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হলে এবং চালু রাখলে, তা ঐ এলাকার সংক্রমণ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে কি-না ইত্যাদি ভালো ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। সকল পরিস্থিতি ও তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রাখতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন।

	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে করোনা বিস্তারের ঝুঁকি				
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনার সূচকসমূহ/নির্দেশকসমূহ	খুব কম/সর্বনিম্ন মাত্রা	কম/নিম্ন মাত্রা	মধ্যম/মাঝারি মাত্রা	বেশি/উচ্চ মাত্রা	খুব বেশি/অতি উচ্চ মাত্রা
বিগত ১৪ দিনে প্রতি ১০০,০০০ তে আক্রান্তের সংখ্যা	<৫	৫ থেকে <২০	২০ থেকে <৫০	৫০ থেকে ≤২০০	>২০০
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকায় বিগত ১৪ দিনে আরটি-পিসিআর টেস্টে পজিটিভ রোগীর শতকরা হার	<৩%	৩% থেকে <৫%	৫% থেকে <৮%	৮% থেকে ≤ ১০%	>১০%
কোভিড-১৯ নিরসনে প্রধান ৬টি কৌশলের ধারাবাহিক বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা - নিয়মিত ও সঠিকভাবে মাস্কের ব্যবহার	সকল কৌশলগুলো সঠিক ও ধারাবাহিকভাবে	সকল কৌশলগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে,তবে	৩-৪টি কৌশল সঠিক ও ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে	১-২টি কৌশল সঠিক ও ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে	কোন কৌশলই বাস্তবায়িত হয়নি

▪ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ▪ সঠিকভাবে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ও হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার অনুশীলনসহ নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধা ▪ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবস্থা ▪ স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়তায় কোভিড-১৯ টেস্ট করানো ও আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা ▪ কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কমিউনিটির অংশগ্রহণ	বাস্তবায়িত হয়েছে	ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি			
অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ					
উপজেলা পর্যায়ে দুরশিক্ষণ এর সুযোগ পাচ্ছে এমন শিক্ষার্থীর শতকরা হার	খুব কম/সর্বনিম্ন মাত্রা	কম/নিম্ন মাত্রা	মধ্যম/মাঝারি মাত্রা	বেশি/উচ্চ মাত্রা	খুব বেশি/অতি উচ্চ মাত্রা
উপজেলা পর্যায়ে নিম্নোক্ত সুরক্ষা ঝুঁকির প্রকোপ ▪ শিক্ষার্থী বিবাহ ▪ শিক্ষার্থী শ্রম ▪ শোষণ ও নির্যাতন	খুব বেশি/অতি উচ্চ মাত্রা	বেশি/উচ্চ মাত্রা	মধ্যম/মাঝারি মাত্রা	কম/নিম্ন মাত্রা	খুব কম/সর্বনিম্ন মাত্রা

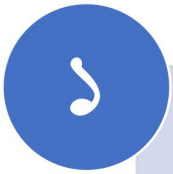

১

নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা

নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি

একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ নিম্নোক্ত নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা (বাজেটসহ) প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং পর্যায়েও কাজ করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়সমূহ যথাযথভাবে বিবেচনা করে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করতে হবে। এ জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহের উপর ভিত্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

(*আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে কেবলমাত্র শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তবে আবাসিক কার্যক্রম শুরুর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে একটি পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করতে হবে।)**

নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পরিকল্পনা

নিরাপদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য করণীয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা **(Safe Operation)**

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জীবাণুমুক্ত করা
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ

নিরাপদভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা **(Safe Learning)**

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদা নিরূপণ
- শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও আনন্দঘন শিখন কার্যক্রমের পরিকল্পনা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু বিষয়ক প্রচারণা

অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য করণীয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা **(Equity Focus)**

- দরিদ্র বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতের পরিকল্পনা
- দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরনে প্রয়োজনীয় শিখন-সামগ্রী, মাস্কসহ অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করার পরিকল্পনা
- অতিরিক্ত সহায়তা কার্যক্রম **(Remedial Support)** পরিচালনার পরিকল্পনা

শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনা **(Health & psycho-social Support)**

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার আগেই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ করা
- কোভিড-১৯ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বয়সোপযোগী করে শিক্ষার্থীদের জন্য উপস্থাপনের পরিকল্পনা
- শিখন পরিবেশ আনন্দঘন করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে পরিকল্পনা
- শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তা প্রদানে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা
- শিক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন শারীরিক কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু বিষয়ক প্রচারণার পরিকল্পনা **(Back to School Campaign)**

- স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের প্রচারণার পরিকল্পনা
  শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে অভিভাবক/ কমিউনিটির অংশগ্রহণের পরিকল্পনা

১. নিরাপদভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য করণীয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরাপদে খোলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিবেন।

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জীবাণুমুক্ত করা

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন, চত্বর ও পুরো এলাকা সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত করার পরিকল্পনা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছোট উপকরণগুলো জীবাণুমুক্ত করার পরিকল্পনা;
- পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য প্রয়োজনী উপকরণ সামগ্রী ও উপযুক্ত সরঞ্জাম (সংযুক্তি -২: প্রস্তাবিত সরঞ্জামের তালিকা) তালিকা প্রস্তুত ও সংগ্রহের পরিকল্পনা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে জীবাণুনাশক ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত রাখার পদক্ষেপ এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের পরিকল্পনা।

খ. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাতে নতুন স্বাভাবিকতায় (কোভিড-১৯) সকলের জন্য ব্যবহারযোগ্য ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন (ওয়াশ) চাহিদা নিরূপণ (*প্রতি ৩০ জন মেয়ে শিক্ষার্থীর জন্য একটি টয়লেট ও ৬০ জন ছেলে শিক্ষার্থীর জন্য একটি টয়লেট ব্যবহার- এই অনুপাতে টয়লেট সংখ্যা বিবেচনা করার চেষ্টা করতে হবে*) এবং তা নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনা;
- শিক্ষক/কর্মচারি, ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহার উপযোগী পরিচ্ছন্ন ও পৃথক পৃথক টয়লেটের পরিকল্পনা;
- মেয়ে শিক্ষার্থীদের টয়লেটে মাসিককালীন সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় স্যানিটেশন সরঞ্জামসহ প্রয়োজনীয় বর্জ্যব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা;
- প্রতিটি টয়লেটে নিয়মিত পানি, সাবানসহ অন্যন্য স্যানিটারি সরঞ্জামসমূহ (সাবান ও পানি অথবা এ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার এবং টিস্যু পেপার) সরবরাহের পরিকল্পনা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান টয়লেটগুলো এবং হাত-ধোয়ার স্থান থাকলে সেগুলো সংস্কার করা ও জীবাণুমুক্ত করার মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করার পরিকল্পনা গ্রহণ;
- নতুন বাস্তবতার চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজন হলে নতুন করে হাত-ধোয়ার স্থান, টয়লেট প্রতিস্থাপন করার পরিকল্পনা।

গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ

- প্রতিদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় সংশ্লিষ্ট সকলের (শিক্ষক, শিক্ষার্থী, স্টাফ, পরিচ্ছন্নতাকর্মী) স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। যেমন: কন্টাক্টলেস থার্মোমিটার স্থাপন ও প্রতিদিনের তথ্য সংরক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ;
- সকলের জন্য মাস্ক পরা বাধ্যতামুলক করতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করা। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনে তিন স্তরবিশিষ্ট মাস্ক তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশনা প্রদানের পরিকল্পনা করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে শিক্ষক ও স্টাফদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা; (*প্রশিক্ষণে যেসকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে তা হলো - পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি, শারীরিক দুরত্বের বিধি, হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম, মাস্ক পরার নিয়ম, হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার, কফ ও থুথু ফেলার শিষ্ঠাচার ইত্যাদি)*
- স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুকরণের পরিকল্পনা;
- স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়তা কোভিড-১৯ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ ভাষায় প্রস্তুতকরণ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণের পরিকল্পনা;
- শিক্ষার্থীরা যাতে স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষাকার্যক্রমে অংশ নিতে পারে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলাফেরা করতে পারে এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ।

২. নিরাপদভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির (শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর) সংখ্যা নিরূপণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা, অবকাঠামো এবং ভৌত সুবিধাদির ম্যাপিং করে স্বাস্থ্যবিধি বিবেচনায় রেখে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরিকল্পনা প্রণয়ন;

- স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে একই সাথে বা একই শিফটে সর্বোচ্চ কতজন শিক্ষার্থীকে একত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনা সম্ভব হবে, সকলকে একই সাথে আনা সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে সকলের শিক্ষা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা গ্রহণ;

- স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আসন ব্যবস্থা কেমন হবে এবং কতজন শিক্ষার্থীকে একই শিফটে এনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে তা পরিকল্পনা কর।

- নিম্নে দেওয়া চিত্র-০১ ও ০২ অনুসরণ করে, শ্রেণিকক্ষের আয়তন ও সংখ্যা অনুপাতে শ্রেণিভিত্তিক কতজন শিক্ষার্থীকে একসাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনা যাবে তার সম্ভাব্য সংখ্যা নির্ধারণ করে পরিকল্পনা গ্রহণ;

  (উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, একটি শ্রেণিকক্ষে ২ টি কলামে ৫টি করে মোট ১০ টি বেঞ্চ/ডেস্ক আছে এবং ডেস্ক/বেঞ্চগুলোর দৈর্ঘ্য ৫ ফুট এর কম। তবে যেহেতু ডেস্ক/বেঞ্চগুলোর দৈর্ঘ্য ৫ ফুট এর কম, সেহেতু প্রতিটি বেঞ্চে ০১ জন করে মোট ০৬ জন শিক্ষার্থী একসাথে একটি ক্লাশে অংশগ্রহণ করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি কলামে ২য় ও ৪র্থ বেঞ্চ দুটো সরিয়ে ফেলে ১ম, ৩য় ও ৫ম বেঞ্চে (কমপক্ষে ০১টি বেঞ্চ অন্তর অন্তর) ৩ ফুট দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে। যদি বেঞ্চগুলো সরিয়ে ফেলার পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে, সেক্ষেত্রে ২য় ও ৪র্থ বেঞ্চ দুটো একই জায়গায় রেখে ক্রস (X) মার্ক করে দিতে হবে, যাতে সেখানে কোন শিক্ষার্থী বসতে না পারে। এভাবেই ৩ ফুট দূরত্ব মানার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

  একই নিয়মে যদি বেঞ্চের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট বা তার বেশী হয়, তবে প্রতিটি বেঞ্চে ২ জন করে ৬ টি বেঞ্চে মোট ১২ জন শিক্ষার্থী একসাথে একটি ক্লাশে অংশগ্রহণ করতে পারবে (চিত্র-০২ অনুসারে)।

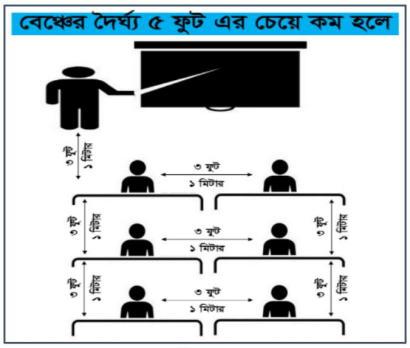

চিত্র-০১

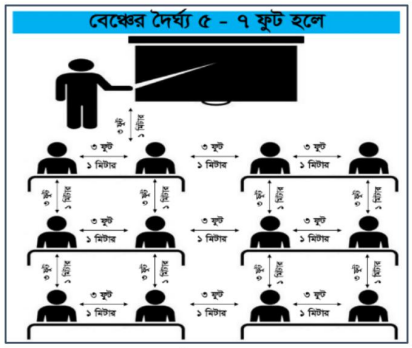

চিত্র-০২

- শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও চাহিদা বিবেচনায় এবং অভিভাবকদের মতামতের ভিত্তিতে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ি শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি করার পরিকল্পনা (*কারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবে, বা কারা বিকল্প উপায়ে লেখাপড়া চালাবে বা দূর-শিখনে যুক্ত হবে সে বিষয়টি পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা*);
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরাপদে পরিচালনার ধারণ ক্ষমতার তুলনায় অধিক শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে আগ্রহী হলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কিভাবে সকলকে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে পরিকল্পনা করা;
- অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় কম শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে কিভাবে বাকি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ;
- শুরুতে কোন কোন শ্রেণির কার্যক্রম দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হবে তা বিবেচনা করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবহিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রথম ১৫ দিন কোন একটি শ্রেণি কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ (শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা, শ্রেণিকার্যক্রমের সময়, বিষয় ইত্যাদি);
- ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শ্রেণিকার্যক্রম একইসাথে চালু করতে হলে কতোটি শিফট প্রয়োজন হতে পারে এবং প্রতিটি শিফটের জন্য কর্মঘন্টা কতটুকু হবে তা নির্ধারণের পরিকল্পনা গ্রহণ;

- কোন কোন শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ক্লাস পরিচালনা করবেন এবং কোন শিক্ষককে বাড়তি সহায়তা দিয়ে দূর-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করানো হবে তার পরিকল্পনা করা।

খ. শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও আনন্দঘন শিখন কার্যক্রমের পরিকল্পনা

- স্থানীয় পর্যায়ের পরিস্থিতি বিবেচনা করে উপজেলা/জেলা পর্যায়ের শিক্ষা অফিসের সাথে আলোচনা/পর্যালোচনা সাপেক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে একাডেমিক ক্যালেন্ডার পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা। এক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের কোন নির্দেশনা থাকলে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ;
- কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে তার মেরামত করা অথবা বিকল্প স্থানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ
- প্রথম ১৫ দিন শিক্ষা কার্যক্রম কেমন হবে, কতোটা সময় শিখন কার্যক্রম এবং কতোটা মনোসামাজিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকবে তার পরিকল্পনা;
- ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শ্রেণিকার্যক্রম একইসাথে চালু করতে হলে কতোটি শিফট প্রয়োজন হতে পারে এবং প্রতিটি শিফটের জন্য কর্মঘন্টা কতটুকু হবে সে বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ;
- কোন কোন শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ক্লাস পরিচালনা করবেন এবং কোন শিক্ষককে বাড়তি সহায়তা দিয়ে দূর-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করানো হবে তার পরিকল্পনা করা;
- কোন শিক্ষার্থী সপ্তাহে কতদিন এবং কোন কোন দিন আসবে তা শিক্ষার্থীদের ও তার অভিভাবকদের নিয়মিত অবহিত করতে পরিকল্পনা গ্রহণ;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় বেশি শিক্ষার্থীকে একত্রে আনার ক্ষেত্রে একাধিক শিফটের কারণে যেহেতু শিক্ষার্থীর জন্য কর্মঘন্টা কমে যাবে, এজন্য প্রয়োজনে শ্রেণিভিত্তিক বিষয়ের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ;
  (তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এ সম্পর্কিত কোন নির্দেশনা থাকলে তা অনুসরণ করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।)
- যে সকল শিক্ষার্থী দুর-শিখনের মাধ্যমে শ্রেণিপাঠ নিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পনা;
- লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ; *(যেমন অনলাইন ক্লাস, বাড়ির কাজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রজেক্টভিত্তিক শিখনকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা করা যাতে এর মাধ্যমে যে সকল শিখনফল শ্রেণিকক্ষে অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না, তা অর্জন করা যায়, এবং এর পাশাপাশি যেসকল শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না এসে দূর-শিখনে অংশ নিতে ইচ্ছুক তারাও যেন সমানভাবে শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে।)*
- শিখন পরিবেশ আনন্দঘন করতে বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা; *(যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন রং করা, বিভিন্ন ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষ ডেকোরেশন করা, টয়লেট/হ্যান্ড ওয়াশিং ফ্যাসিলিটিগুলো নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখা, খেলার সরঞ্জামাদি বাড়ানো, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি।)*
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রথম কয়েকদিন (একাধিক শিফটে/একাধিক দিনে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনা হলে প্রযোজ্য) স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে স্বাগত জানানোর বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ;
- **প্রথম এক/দুই সপ্তাহ পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিখনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সে বিষয়ে প্রত্যেক শ্রেণির শ্রেণিশিক্ষকদের অবহিতকরণের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন;**
- **শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে তাদের মনোসামাজিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ;**
- বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকগণ যাতে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন এজন্য তাদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ । (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার আগেই অনলাইনে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।)

ম্যাপিং এবং পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত ছক এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপদ শিখন পরিবেশের মানদণ্ডসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছক -১: শিক্ষক-শিক্ষার্থীর তথ্য বিশ্লেষণ এর ছক

শ্রেণি	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম			১০ম		
				বিজ্ঞান	মানবিক	বাণিজ্য	বিজ্ঞান	মানবিক	বাণিজ্য
ছাত্র সংখ্যা									
ছাত্রী সংখ্যা									
মোট শিক্ষার্থী									
পুনরায় চালু করার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে আগ্রহী শিক্ষার্থীর সংখ্যা (মোট)									
পুনরায় চালু করার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে আগ্রহী মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা (মোট)									

	নারী	পুরুষ
মোট শিক্ষক		
কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে সক্ষম		
দুর-শিখনে সহায়তা করতে সক্ষম		

ছক -২: বিদ্যমান অবকাঠামো ও সুবিধাদি বিশ্লেষণ

বিদ্যমান অবকাঠামো ও সুবিধাদি			কোভিড পরিস্থিতিতে যা বিবেচনা করতে হবে
ক্রম	সুবিধাদি	সংখ্যা/আয়তন	
১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট আয়তন		কতটা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে বিচরণ করা যাবে
২	শ্রেণিকক্ষ		কতটা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করা যাবে
৩	লিফট (প্রযোজ্য)		একসাথে কতজন ব্যবহার করতে পারবে এবং তা নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করতে হবে?
৪	টয়লেট (মেয়েদের জন্য)		কতজন ব্যবহার করতে পারবে এবং তা নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করতে হবে?
৫	টয়লেট (ছেলেদের জন্য)		কতজন ব্যবহার করতে পারবে এবং তা নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করতে হবে?
৬	টয়লেট (শিক্ষকদের জন্য)		কতজন ব্যবহার করতে পারবে এবং তা নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করতে হবে?
৭	সুপেয় পানির ট্যাপ/প্রবহমান (running water) পানির ব্যবস্থা		কতজন ব্যবহার করতে পারবে এবং তা নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করতে হবে?
৮	হাত ধোয়ার স্থান		কতজন ব্যবহার করতে পারবে এবং তা নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করতে হবে?
৯	লাইব্রেরি		কতটা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করা যাবে
১০	ল্যাবরেটরি		কতটা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করা যাবে
১১	কম্পিউটার ল্যাব		কতটা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করা যাবে
১২	শিক্ষক রুম		কতটা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করা যাবে
১৩	খেলার মাঠ		কতটা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে বিচরণ করা যাবে
১৪	কমন রুম/ গেমস রুম, প্রার্থনা কক্ষ ইত্যাদি		কতটা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করা যাবে
১৫	ক্যান্টিন/খাবার		কতটা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করা যাবে তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রথম ধাপে মধ্যম মাত্রার ও অধিক ঝুঁকির জায়গায় তা পরিচালনা করবে না।

ছক -৩: শিক্ষার্থীদের নিরাপদ শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নিরূপণের মানদণ্ডসমূহ

উপরোল্লিখিত সুবিধাদি কীভাবে কতজনের জন্য নিরাপদ, তা নিরূপণ করার জন্য নিম্নের মানদণ্ডগুলো বিবেচনা করতে হবে:

শারীরিক দূরত্ব : শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চত্বরে ও খোলা জায়গায় ১ মিটার বা ৩ ফুট দুরত্বে শিক্ষার্থীদের বসার বা বিচরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি বেঞ্চে বসার ক্ষেত্রেও ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। দূরত্ব বজায় রাখার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের পথসহ, শ্রেণিকক্ষ, টয়লেটসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব স্থানে লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে সেসকল স্থানে চিহ্ন এঁকে/মাটিতে দাগিয়ে/টেপ বা দড়ি দিয়ে মার্কিং করা এবং তা অনুসরণ করতে বলতে হবে। প্রবেশ পথের চারপাশে ১ (এক) মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে বিভিন্ন চিহ্ন, মাটিতে দাগানো, টেপ, দড়ি এবং অন্যান্য উপায় ব্যবহার করা যাতে শারীরিক দূরত্ব বজায় থাকে।

মাস্ক পরিধান: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালে পুরো সময় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মীদের মাস্কের ব্যবহার বাধ্যতামুলক করতে হবে। WHO এর গাইডলাইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে ১২ বছর ও তার উর্দ্ধে সকলকে মাস্ক ব্যবহারে উৎসাহিত করা। এই গাইডলাইন অনুযায়ী ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাস্ক পরার কোন প্রয়োজন নেই এবং ৬-১১ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য রোগ বিস্তারের ঝুঁকির উপর নির্ভর করে মাস্ক পরার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অন্যদিকে কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য এ নিয়ম কিছুটা ভিন্নভাবে বিবেচনা করা।

হাঁচি কাশির শিষ্টাচার: হাঁচি-কাশি দেবার সময় কনুই দিয়ে নাক ও মুখ ঢেকে ফেলতে হবে। হাঁচি-কাশি দেওয়ার পর নিয়ম মেনে হাত ধোয়া। যত্রতত্র কফ-থুথু না ফেলা।

স্যানিটেশন ও ওয়াশ ব্যবস্থা: প্রতি ৩০ জন মেয়ে শিক্ষার্থীর জন্য একটি টয়লেট ও ৬০ জন ছেলে শিক্ষার্থীর জন্য একটি টয়লেট ব্যবহার- এই অনুপাতে টয়লেট সংখ্যা বিবেচনা করতে হবে। টয়লেটে মাসিককালীন পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটারি প্যাড ব্যবহারের পর বর্জ্যব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে।

হাত ধোয়ার ব্যবস্থা: ঘন ঘন হাত ধোয়ার জন্যও শারীরিক দুরত্বের মাপ বজায় রেখে সাবান ও পানিসহ কল/হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। হাত ধোয়ার জায়গা ৩ ফুট/১মিটার দূরত্ব মেনে তৈরি করতে হবে।

জীবাণুমুক্তকরণের সময়সীমা: শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনা, চত্বর, লাইব্রেরি ও ক্যান্টিন এসব জায়গা দিনে অন্তত একবার বা প্রতি শিফট শুরুর আগে ও শেষ হওয়ার পরে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

আলো-বাতাস বা ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা: শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি ও অন্যান্য কক্ষে আলো-বাতাস চলাচলার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেখানে সুযোগ আছে সেখানে বাতাসের প্রবাহ ও বাতাস চলাচল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা (উন্মুক্ত জানালা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ থাকলে তা ব্যবহার করা ইত্যাদি)।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উপস্থিতি অনুপাত: প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুরু ও শেষের সময়সূচী শিফটে ভাগ করে নিতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক শারীরিক দুরত্বে মেনে প্রতিটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনে দূর শিখন ও সপ্তাহ বিভাজন করে এক এক দলকে এক এক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার ব্যবস্থা করতে হবে।
এসব বিবেচনা করে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদি বিবেচনা করে কাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুনরায় আসার ক্ষেত্রে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩. দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে পরিকল্পনা

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনার ক্ষেত্রে দরিদ্র বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া ও তাদের তালিকা প্রস্তুতের পরিকল্পনা গ্রহণ (*বিশেষত, যাদের পক্ষে দূর-শিখনে বা বিকল্প উপায়ে লেখাপড়া চালানো সম্ভব নয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্থায়ীভাবে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা আছে*);
- শ্রেণি কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা;
- এসকল শিক্ষার্থীর নিয়মিতকরণে অভিভাবকের সাথে যোগাযোগের পরিকল্পনা;
- প্রয়োজনীয় শিখন-সামগ্রী, মাস্কসহ অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী উপহার হিসেবে সরবরাহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ;
- ক্লাসের পড়ালেখা সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সহায়তা কার্যক্রম (Remedial support) পরিচালনার পরিকল্পনা করা।

৪. শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তা

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার আগেই স্কুলের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা (*ফোন করা হতে পারে/শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিঠি, সম্ভব হলে শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে হোম ভিজিটের ব্যবস্থা করা*);
- শিখন পরিবেশ আনন্দঘন করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে পরিকল্পনা করা; (*যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন রং করা, বিভিন্ন ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষ ডেকোরেশন করা, টয়লেট/হ্যান্ড ওয়াশিং ফ্যাসিলিটিগুলো নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখা*)
- কোভিড-১৯ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বয়সোপযোগী করে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুত করা এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়তায় তা নিয়মিত হালনাগাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা (*যাতে করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন ধরনের গুজবের প্রভাব না পড়ে*);
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানানোর জন্য বিশেষ আয়োজনের পরিকল্পনা করা, যাতে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে আগ্রহী হয়;
- দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের যে মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে তা থেকে মুক্ত করানোর জন্য প্রথম এক/দুই সপ্তাহ পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিখনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং শিক্ষকদের অবহিতকরণের পরিকল্পনা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রমে বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক কার্যক্রম (যেমন- খেলাধুলা, ব্যায়াম, যোগ-ব্যায়াম) সংযুক্ত করা এবং বাড়িতেও তা অনুশীলনের জন্য উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষকদের যুক্ত করার পরিকল্পনা করা;

শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক কার্যক্রমের কিছু উদাহরণ -

- খেলাধুলা
- মেডিটেশন
- যোগব্যায়াম
- গাছ লাগানো ও তার পরিচর্যা
- সঙ্গীত চর্চা
- ছবি আঁকা
- সামাজিক সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ

- বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকগণ যাতে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন এজন্য তাদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ; (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার আগেই অনলাইনে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে)
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর প্রথম ২ মাসের মধ্যে এমন কোন আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা বা মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা যাবে না যা শিক্ষার্থীর উপর চাপ তৈরি করতে পারে;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কার্যক্রমে যাতে স্বাস্থ্যবিধির যথাযথ প্রয়োগ হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিতে পরিকল্পনা।

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু বিষয়ক প্রচারণা পরিকল্পনা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রচারণার পরিকল্পনা গ্রহণ (কীভাবে হবে, কে দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন, বাজেট কী হবে)।

পরিকল্পনা প্রণয়নের নমুনা ছক:

প্রতিটি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নিম্নোক্ত ছকটি ব্যবহার করবেন

ক. নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রস্তুতি

পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তুতকরণের জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে।

ক্রম.	কাজের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল	প্রয়োজনীয় সময়	অর্থের পরিমাণ/উৎস
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জীবাণুমুক্ত করা				
১.	প্রয়োজনীয় পরিষ্কারক সামগ্রী/উপকরণ ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা			
২.	মালামাল সংগ্রহ বা ক্রয় (ক্রয় বিধি অনুসারে) এর জন্য প্রয়োজনীয় তালিকা প্রস্তুতকরণ (প্রয়োজনে সংযুক্তিতে দেওয়া তালিকাটি অনুসরণ করা যেতে পারে)			
৩.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গন, শ্রেণিকক্ষসহ অন্যান্য সকল স্থান নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করার			
৪.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার আগে এবং পরবর্তীতে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের জন্য দায়িত্ব বন্টন বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জনবলের পরিকল্পনা			
৫.	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দলের সদস্যদের জন্য ওরিয়েন্টেশনের পরিকল্পনা			
৬.	নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখার পরিকল্পনা			
৭.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুরুর আগে ও ছুটির পরের সময়েও জীবাণুমুক্ত রাখার পরিকল্পনা			
৮.	শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য নিয়মিতভাবে পর্যাপ্ত স্যানিটাইজার /হাত-ধোয়ার উপকরণ সরবরাহের পরিকল্পনা			
৯.	২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম এর ছবিসহ পোস্টার, কাপড়ের মাস্ক তৈরির পোস্টার, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচারের পোস্টারসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধির পোস্টার সংগ্রহ অথবা প্রিন্ট করানোর পরিকল্পনা			
নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের প্রস্তুতি				
১০.	স্যানিটেশন ও টয়লেটগুলো সংস্কার করা ও জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার উপযোগী করার পরিকল্পনা - প্রয়োজনীয় মালামাল ও সরঞ্জাম সংগ্রহ বা ক্রয় - কাজের নির্দেশনা			
১১.	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনে নতুন করে হাত-ধোয়ার স্থান নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনা			
১২.	মেয়ে শিক্ষার্থীদের টয়লেটে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যানিটারি প্যাড/ন্যাপকিন, সাবান, নিয়মিত পানির ব্যবস্থা করা এবং মাসিককালীন সময়ের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা			
১৩.	প্রতিটি হাত-ধোয়ার স্থান ও টয়লেটে পর্যাপ্ত স্যানিটারি সরঞ্জাম নিয়মিত সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা			
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ				
১৪.	কন্টাক্টলেস থার্মোমিটার স্থাপন ও প্রতিদিনের তথ্য সংরক্ষণের পরিকল্পনা			
১৫.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের ও প্রস্থানের জন্য স্থান সুনির্দিষ্ট করে মার্কিং এর পরিকল্পনা			
১৬.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরাপদে পরিচালনা করতে শিক্ষক ও স্টাফদের স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ			

ক্রম.	কাজের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল	প্রয়োজনীয় সময়	অর্থের পরিমাণ/উৎস
১৭.	স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্থান মার্কিং এর পরিকল্পনা			
১৮.	স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে হটলাইন নাম্বারসহ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রস্তুত/সংগ্রহের পরিকল্পনা			
১৯.	অতিরিক্ত কিছু মাস্ক সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পরিকল্পনা			

খ. নিরাপদ শিখন কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতি

ক্রম.	কাজের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	প্রয়োজনীয় সময়	অর্থের পরিমাণ/উৎস
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদা নিরূপণ				
১.	শিক্ষার্থীর তালিকা তৈরির পরিকল্পনা			
২.	শিক্ষকদের অবস্থা বিশ্লেষণ - কতজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে সক্ষম হবেন, কতজন দুর-শিখনে সহায়তা করতে পারবেন তার পরিকল্পনা			
৩.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো এবং ভৌত সুবিধাদির ম্যাপিং এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে একসাথে কতজন শিক্ষার্থী নিয়ে ক্লাশ পরিচালনা যাবে তা নির্ধারণ পূর্বক শ্রেণিভিত্তি রুটিন তৈরির পরিকল্পনা			
৪.	বিকল্প শিখন পদ্ধতি নির্বাচন, দায়িত্ব বন্টন, শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কারিগরী সহযোগিতার পরিকল্পনা			
শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও আনন্দঘন শিখন কার্যক্রমের প্রস্তুতি				
৫.	শিখন পরিবেশ আনন্দঘন করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা; *(যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন রং করা, বিভিন্ন ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষ ডেকোরেশন করা, টয়লেট/হ্যান্ড ওয়াশিং ফ্যাসিলিটিগুলো নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখা)*			
৬.	প্রথম এক/দুই সপ্তাহ পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিখনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে পরিকল্পনা			

গ. দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের প্রস্তুতি

ক্রম.	কাজের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	প্রয়োজনীয় সময়	অর্থের পরিমাণ/উৎস
১.	দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রস্তুতকরণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফিরিয়ে আনতে নিয়মিত যোগাযোগের পরিকল্পনা			
২.	প্রয়োজন অনুসারে শিখন-সামগ্রী, মাস্কসহ অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী উপহার হিসেবে সরবরাহ করার পরিকল্পনা			
৩.	ক্লাসের পড়ালেখা সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সহায়তা কার্যক্রম (Remedial Support) পরিচালনার পরিকল্পনা			

ঘ. শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তার প্রস্তুতি

ক্রম.	কাজের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	প্রয়োজনীয় সময়	অর্থের পরিমাণ/উৎস
১.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার আগেই স্কুলের পক্ষ থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগের পরিকল্পনা (সম্ভব হলে শিক্ষক বা ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ফোন কল/হোম ভিজিট করা);			
২.	কোভিড-১৯ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সহজ ভাষায় শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে প্রস্তুত করার পরিকল্পনা (ফ্ল্যাশকার্ড/লিফলেট আকারে)			
৩.	শিক্ষার্থীদের শারীরিক কার্যক্রম (খেলাধুলা, ব্যায়াম, যোগ-ব্যায়াম) পরিচালনার পরিকল্পনা			
৪.	ইতিমধ্যে অনলাইনে পরিচালিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণে শিক্ষক, কর্মকর্তা অথবা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের পুষ্টিশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা			
৫.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কার্যক্রমে স্বাস্থ্যবিধির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা			

ঙ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু বিষয়ক প্রচারণাঃ

ক্রম.	কাজের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	প্রয়োজনীয় সময়	অর্থের পরিমাণ/উৎস
৭.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার আগেই স্কুলের পক্ষ থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ করা (সম্ভব হলে শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ফোন কল/হোম ভিজিট করা);			
৮.	কোভিড-১৯ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বয়সোপযোগী করে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুত করা (ফ্ল্যাশকার্ড/লিফলেট আকারে) ও কমিউনিটিতে প্রচার করা			
৯.	স্থানীয় পর্যায়ের প্রচারণায় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের গৃহিত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ			
১০.	নিরাপদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অভিভাবক, শিক্ষার্থী, কমিউনিটির করণীয় কী তা প্রচারণায় উল্লেখ করা			
১১.	প্রচারণার কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি, পিটিএ এবং স্টুডেন্ট কেবিনেট-কে সংযুক্ত করা			

২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রস্তুতকরণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রস্তুতকরণ

১. নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রস্তুতি

প্রথম ধাপের পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তুতকরণের জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হবে।

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জীবাণুমুক্ত করার প্রস্তুতিমূলক কাজ

- পরিকল্পনামাফিক প্রয়োজনীয় জীবাণুনাশকসহ অন্যান্য উপকরণ (সংযুক্তিতে দেওয়া তালিকাটি অনুসরণ করা যেতে পারে) ক্রয়ের জন্য অর্থের সংগ্রহ এবং মালামাল সংগ্রহ বা ক্রয় (ক্রয় বিধি অনুসারে);
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের জন্য দৈনন্দিন রুটিন তৈরি, দায়িত্ব বন্টন;
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দলের সদস্যদের জন্য তাদের রুটিন এবং জীবাণুনাশক এর ব্যবহার ও সতর্কতা বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান;

জীবাণুনাশক ও পরিষ্কারক সামগ্রী ব্যবহারের সতর্কতা:

- ✓ জীবানুনাশক দাহ্য পদার্থ নিরাপদ স্থানে রাখা যাতে তা থেকে কোনো দুর্ঘটনা সৃষ্টি না হয়;
- ✓ ব্যবহারের আগে সকল জীবাণুনাশক দ্রব্যের লেবেল এবং এর নিরাপদ ব্যবহার নির্দেশিকা ভালো করে বুঝে নেওয়া;
- ✓ পণ্য ও জীবাণুনাশক ব্যবহারের সময় চোখ ও হাতের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ✓ পণ্যের লেবেলে নিরাপদ নির্দেশনা দেওয়া না থাকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পণ্য ও জীবাণুনাশক না মেশানো। কারণ, নির্দিষ্ট পণ্যের সংমিশ্রণের ফলে (যেমন- ক্লোরিন বিচ এবং অ্যামোনিয়া ক্লিনার্স) গুরুতর আঘাত বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে;
- ✓ ব্যবহারের আগে ব্লিচটি জীবাণুমুক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে কিনা এবং এতে ০.৫ শতাংশ সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট আছে কিনা তা দেখে নেওয়া এবং পণ্যটি যে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়নি তাও নিশ্চিত হয়ে নেওয়া।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলাকালীন নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য রুটিন তৈরি করে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে রাখা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুরুর আগে ও ছুটির পরের সময়েও জীবাণুমুক্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনা, বারান্দা বা শ্রেণিকক্ষের মেঝে জীবাণুমুক্ত করার জন্য আগে সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে তারপর ০.৫ শতাংশ (৫০০০ পিপিএম সমপরিমাণ) সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট ব্যবহার করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছোট উপকরণগুলো জীবাণুমুক্ত করা এবং এজন্য ৭০ শতাংশ ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহার করতে পরিছন্নতা কর্মীদের নির্দেশনা দেয়া;
- প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে ঢাকনাসহ ময়লার ঝুঁড়ি সরবরাহ করা এবং শিক্ষার্থীরা যাতে যথাযথভাবে ব্যবহার করে এজন্য সহজ ভাষায় নির্দেশনা লিখে পাশেই টানিয়ে রাখা;
- প্রতিটি টয়লেটে, হাত-ধোয়ার স্থানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত স্যানিটাইজার /হাত-ধোয়ার উপকরণ যথাযথ স্থানে রাখা, সম্ভব হলে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে হ্যান্ডস্যানিটাইজার সরবরাহ করা যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনে নিয়মিত ব্যবহার করতে পারে;
- প্রয়োজনীয় ফার্স্ট এইড সামগ্রী/বক্স রাখা এবং বক্সের সামগ্রী হালনাগাদ রাখা;
- ছেলে, মেয়ে, প্রতিবন্ধী সকলে জন্য টয়লেটগুলো ব্যবহার উপযোগী করতে এবং প্রতিদিন পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

- শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত যেসকল জায়গার সংস্পর্শে আসে তা নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত স্যানিটাইজার /হাত-ধোয়ার উপকরণ যথাযথ স্থানে রাখা;
- ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম এর ছবিসহ পোস্টার, কাপড়ের মাস্ক তৈরির পোস্টার, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচারের পোস্টারসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক পোস্টার/লিফলেট সংগ্রহ (সংযুক্তি দেখুন) অথবা প্রিন্ট করানো এবং শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে শিক্ষার্থীদের জন্য দৃশ্যমান স্থানে ঝুলিয়ে রাখা।

খ. নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের প্রস্তুতিমূলক কাজ

- স্যানিটেশন ও টয়লেটগুলো সংস্কার করা ও জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার উপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহণ
  - প্রয়োজনীয় মালামাল ও সরঞ্জাম সংগ্রহ বা ক্রয়;
  - কাজের নির্দেশনা;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনে নতুন করে হাত-ধোয়ার স্থান, টয়লেট প্রতিস্থাপন করা;
- প্রতিটি হাত-ধোয়ার স্থান ও টয়লেটে পর্যাপ্ত স্যানিটারি সরঞ্জাম সরবরাহ করা;
- মেয়ে শিক্ষার্থীদের টয়লেটে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যানিটারি প্যাড/ন্যাপকিন এবং সাবান ও পানির নিয়মিত ব্যবস্থা করা। মাসিককালীন সময়ের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; টয়লেটের রাখা সকল সরঞ্জামের ব্যবহার সম্পর্কে সকল মেয়ে শিক্ষার্থীদের অবহিতকরণের জন্য কোন নারী শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান;
- পরিবীক্ষণ এবং নিয়মিত তদারকির জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য বিভাগ, পিটিএ'র সদস্যদের যুক্ত করা

গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ

- কন্টাক্টলেস থার্মোমিটার স্থাপন ও প্রতিদিন যাদের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হবে কেবলমাত্র তাদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং ওরিয়েন্টেশন প্রদান। তথ্য অনুযায়ী তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি হলে তাদের বাড়িতে/স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর পূর্বে অপেক্ষার জন্য স্থান নির্ধারণ;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের ও প্রস্থানের জন্য স্থান সুনির্দিষ্ট করা এবং শারীরিক দুরত্ব মেনে চলার জন্য মার্কিং করা। প্রতিষ্ঠানের বাইরে অভিভাবকদের অপেক্ষার স্থানেও মার্কিং করা;
- সকলের জন্য মাস্কের ব্যবস্থা রাখা, যাতে করে কোন শিক্ষার্থী/শিক্ষক যেন কেবলমাত্র মাস্ক না থাকার কারণে শিক্ষা কার্যক্রমের সুবিধাবঞ্চিত না হয়;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে শিক্ষক ও স্টাফদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান; (*প্রশিক্ষণে যেসকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে তা হলো - পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি, শারীরিক দুরত্বের বিধি, হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম, মাস্ক পরার নিয়ম, হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার, কফ ও থুথু ফেলার শিষ্ঠাচার ইত্যাদি)*
- স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্থান মার্কিং করে দেওয়া; যেমন- শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চ/ডেস্ক, টয়লেট, হাত-ধোয়ার স্থান, খেলার মাঠ ইত্যাদি ক্ষেত্রে;
- স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে হটলাইন নাম্বারসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে দেয়া;
- স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়তা কোভিড-১৯ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ ভাষায় প্রস্তুতকরণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ও বাইরে টানিয়ে দেয়া।

২. নিরাপদ শিখন কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতি

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদা নিরূপণ

- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর শ্রেণিভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতকরণ (*বিশেষত, দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দেয়া*);
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় অধিক শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে আগ্রহী হলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিকল্প উপায়ে কিভাবে সকলকে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে তা নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ;
- অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় কম শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;

- শিক্ষকের সংখ্যা ও অবস্থা বিশ্লেষণ - কতজন শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে সক্ষম হবেন, কতজন দুর-শিখনে সহায়তা করতে পারবেন তার তালিকা প্রণয়ন;

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো এবং ভৌত সুবিধাদির ম্যাপিং করা;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ও অবস্থা বিশ্লেষণ করে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে একসাথে কতজন শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে তা নির্ধারণ করা *(দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিতদের প্রাধান্য দিয়ে তালিকা প্রস্তুতকরণ)*;
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যা অনুযায়ী কোন কোন শ্রেণি দিয়ে কার্যক্রম শুরু করা যাবে, কোন শিক্ষক কোন বিষয়টি নিবেন, কত শিফটে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে, কোন কোন বিষয় অগ্রাধিকার পেতে পারে তা পরিকল্পনা মাফিক নির্ধারণ করা;

- সকল শ্রেণিকার্যক্রম একইসাথে চালু করতে হলে কতোটি শিফট প্রয়োজন হতে পারে তা নির্ধারণ করা এবং প্রতিটি শিফটের জন্য রুটিন তৈরি; রুটিন তৈরির পর শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে অবহিত করা;

- কোন কোন শিক্ষককে দূর-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করানো হবে তা নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

খ. শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও আনন্দঘন শিখন কার্যক্রমের প্রস্তুতি

- শিখন পরিবেশ আনন্দঘন করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা; যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন রং করা, বিভিন্ন ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষ ডেকোরেশন করা, টয়লেট/হ্যান্ড ওয়াশিং ফ্যাসিলিটিগুলো নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রথম এক/দুই সপ্তাহ পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিখনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে শিক্ষকদের অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করা;
- প্রথম ১৫ দিন শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে মনোসামাজিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা কি কি হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ;

- ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শ্রেণিকার্যক্রমের রুটিন তৈরি ও প্রিন্ট করে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে দেয়া। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে উভয়কে তাদের রুটিন সম্পর্কে অবহিত করা;

- কোন কোন শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ক্লাস পরিচালনা করবেন এবং কোন শিক্ষককে বাড়তি সহায়তা দিয়ে দূর-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করানো হবে তার পরিকল্পনা করা;

- শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও চাহিদা বিবেচনায় এবং অভিভাবকদের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক সাথে আনার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ি শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি করা - কারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবে, বা কারা বিকল্প উপায়ে বা দূর-শিখনে যুক্ত হবে তা সুনির্দিষ্ট করা। এবং অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে অবহিত করা। সকল অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ সম্ভব না হলেও অন্ততপক্ষে দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করে তালিকাটি চুড়ান্ত করা;

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় বেশি শিক্ষার্থীকে একসাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনতে হলে একাধিক শিফটের প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে যেহেতু শিক্ষার্থীর জন্য কর্মঘন্টা কমে যাবে, সেজন্য প্রয়োজনে শ্রেণিভিত্তিক বিষয়ের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা ও বিষয় শিক্ষকদের অবহিত করা; [এক্ষেত্রে যেসকল বিষয় শিখনে বেশি পরিমাণে শিক্ষকের সহায়তা প্রয়োজন হয় এবং যে সকল বিষয় অন্যান্য বিষয়ের শিখনফল অর্জনে সহায়ক হতে পারে তা অগ্রাধিকার দেওয়া (যেমন: গণিত এবং ইংরেজি বিষয় শিখনে শিক্ষকের সহায়তা বেশী পরিমাণে প্রয়োজন হয়)] **তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এ সম্পর্কিত কোন নির্দেশনা থাকলে তা অনুসরণ করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;**

- যে সকল শিক্ষার্থী দুর-শিখনের মাধ্যমে শ্রেণিপাঠ নিতে ইচ্ছুক, তাদের সাথে (দৈনিক/সাপ্তাহিক) যোগাযোগের জন্য শিক্ষক ও স্টুডেন্ট ক্যাবিনেটের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের পরিকল্পনা তৈরি। শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক ও কেবিনেট প্রতিনিধি নির্ধারণ করে (প্রয়োজনে শ্রেণিভিত্তিক ১/২জন দলনেতা নির্বাচন করে) তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম/নাম্বার সকল শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা;

- লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিকল্প পরিকল্পনা রাখা, অনলাইন ক্লাস, বাড়ির কাজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রজেক্টভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং কারিগরী সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; যেমন -

- বিকল্প শিখন পদ্ধতি নির্বাচন ও শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন;
- বিকল্প শিখন পদ্ধতির/দূর-শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন থাকলে তা নিশ্চিত করা
- শিক্ষকদের বিকল্প পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিতকরণ/ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রথম কয়েকদিন (একাধিক শিফটে/একাধিক দিনে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনা হলে প্রযোজ্য) স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি গ্রহণ যাতে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে আগ্রহী হয়;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর প্রথম ২ মাসের মধ্যে এমন কোনরকম আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা বা মূল্যায়ন করা যাবে না শিক্ষার্থীদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা করা এবং শিক্ষকদের অবহিত করা;
- **প্রথম এক/দুই সপ্তাহ পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিখনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা বিষয়ে শ্রেণিশিক্ষকদের অবহিতকরণ;**
- **শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে তাদের মনোসামাজিক সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ**
- বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকগণ যাতে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন এজন্য তাদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ । (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার আগেই অনলাইনে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।)

৩. দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের প্রস্তুতি

- দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রস্তুতকরণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফিরিয়ে আনতে নিয়মিত যোগাযোগ করা;
- প্রয়োজন অনুসারে শিখন-সামগ্রী, মাস্কসহ অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী উপহার হিসেবে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ক্লাসের পড়ালেখা সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সহায়তা কার্যক্রম (Remedial Support) পরিচালনার জন্য দায়িত্ব বন্টন;
- উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এ কাজে স্থানীয় এনজিও যারা উক্ত এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রমে কর্মরত রয়েছে তাদের সহায়তায়ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৪. শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা, পুষ্টি ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তার প্রস্তুতি

- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার আগেই স্কুলের পক্ষ থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ করা (সম্ভব হলে শিক্ষক বা ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ফোন কল/হোম ভিজিট করা);
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা;
- কোভিড-১৯ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বয়সোপযোগী করে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুত করা (ফ্ল্যাশকার্ড/লিফলেট আকারে);
- শিক্ষক, কর্মকর্তাগণকে ইতিমধ্যে অনলাইনে প্রদানকৃত পুষ্টি কার্যক্রম প্রশিক্ষণ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জন্য পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ;
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক কার্যক্রম (খেলাধুলা, ব্যায়াম, যোগ-ব্যায়াম) পরিচালনার জন্য স্থান নির্বাচন এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে তা প্রস্তুত করা; *(শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক কার্যক্রমের কিছু উদাহরণ -খেলাধুলা, মেডিটেশন, যোগব্যায়াম, গাছ লাগানো ও তার পরিচর্যা, সঙ্গীত চর্চা, ছবি আঁকা, সামাজিক সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ)*
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কার্যক্রমে স্বাস্থ্যবিধির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু বিষয়ক প্রচারণা

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার আগেই স্কুলের পক্ষ থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ করা (সম্ভব হলে শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ফোন কল/হোম ভিজিট করা);
- কোভিড-১৯ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য বয়সোপযোগী করে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুত করা (ফ্ল্যাশকার্ড/লিফলেট আকারে) ও কমিউনিটিতে প্রচার করা;
- স্থানীয় পর্যায়ের প্রচারণায় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের গৃহিত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল দৃশ্যমান স্থানে - **No Mask No School** লিখে তা সকলকে মানার নির্দেশ প্রদান
- নিরাপদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অভিভাবক, শিক্ষার্থী, কমিউনিটির করণীয় কী তা প্রচারণায় উল্লেখ করা;
- প্রচারণার কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি, পিটিএ এবং স্টুডেন্ট কেবিনেট-কে সংযুক্ত করা;
- প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট থানা/উপজেলায় শিক্ষা কর্মসূচিতে কাজ করে এমন এনজিও বা বেসরকারি সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুকরণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুকরণ

১. নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রস্তুতি

- স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ, উপজেলা শিক্ষা অফিসসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর তারিখ নির্ধারণ ও ঘোষণা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংগে আলোচনা ও আমন্ত্রণ জানানো।
- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার জন্য কি কি প্রস্তুতি থাকা দরকার সে বিষয়ে কমিউনিটিতে প্রচার প্রচারণা করা; যেমন -
    - আসা-যাওয়ার পথেও মাস্ক ব্যবহার করা এবং গণপরিবহণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শারীরিক দুরত্বের বিষয়টি লক্ষ্য রাখা এবং ব্যবহারের পর অবশ্যই হাত ধোয়া
    - প্রত্যেককে নিজ নিজ মাস্ক, পানির বোতল নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসা
    - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন খাবারের আয়োজন থাকবে না, এবং সম্ভব হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলাকালীন খাবার না খাওয়া। তবে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে শুধুমাত্র নিজ নিজ বাসা থেকে নিয়ে আসা রান্না করা খাবার খাওয়া যেতে পারে। কোন অবস্থাতেই একজনের খাবার অন্যজনের সাথে ভাগাভাগি করে খাওয়া যাবেনা এবং খাবার পূর্বে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী হাত ধোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা
    - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় তাপমাত্রা পরিমাপ করা হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা ভয় না পায় এজন্য আগেই তথ্যটি জানানো
    - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কাজে অন্যের সাথে ৩ ফুট দূরত্ব মেনে চলতে বলা ইত্যাদি।
    - এছাড়াও কোভিড-১৯ সময়ে অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীদের কীভাবে যত্ন নিবেন সে বিষয়ে কিছু ধারণা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া যেতে পারে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন - https://dghs.gov.bd/images/docs/Notice/02_03_2020_Parenting%20during%20COVID-19.pdf
- প্রয়োজনীয় স্যানিটাইজেশনের উপকরণগুলো পরিকল্পনামাফিক নির্দিষ্ট স্থানে রাখা।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্টাফদের তাপমাত্রা মাপার যন্ত্রটি প্রতিস্থাপন ও প্রতিদিন এ কাজটি করার জন্য একজনকে দায়িত্ব দেয়া এবং প্রতিদিনের তথ্য সংরক্ষণ করা। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি তাপমাত্রার তথ্য সংরক্ষণ করা। তাপমাত্রা বেশি হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না প্রবেশ করিয়ে বাড়িতে থাকার নির্দেশনা দেওয়া। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে করার জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথের কাছে উপস্থিত হয়ে শারীরিক দুরত্ব (কমপক্ষে ৩ ফুট) মেনে অপেক্ষা করার নির্দেশনা প্রদান।
- রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরার কাজ করা এবং প্রতিদিন দৈনিক শিক্ষা কার্যক্রম শেষে আবারও সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হয়ে দিনের কাজ শেষ করা।
- প্রতিদিন নিয়ম করে সঠিক নিয়মে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়ার অনুশীলন করানো, এজন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা এবং শিক্ষক নিজে অনুশীলনের মাধ্যমে দেখানো।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুকরণে অবশ্য করণীয় সমূহ

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুর তারিখ নির্ধারণ ও ঘোষণা।
- সংশ্লিষ্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো।
- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিতকরণ।
- স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের ও বাহির হওয়ার পথ নির্দিষ্ট করা ও পরিচিত করানো
- তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র প্রতিস্থাপন ও ব্যবহার।
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে উদ্বুদ্ধ করা।
- নতুন স্বাস্থ্যবিধিগুলো শিক্ষার্থীদের অবহিত করা ও অনুশীলন করানো।
- সিলেবাস সম্পন্ন করতে বিকল্প শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- পরীক্ষা গ্রহণের চেয়ে শিখন কার্যক্রমের উপর বেশী জোর দেওয়া।
- পুষ্টি নিশ্চিত করতে কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা
- অতিরিক্ত সহায়তা কার্যক্রম (**Remedial Support**) পরিচালনা করা।
- সঙ্কটাপন্ন শিক্ষার্থী ও কর্মীদের সনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।
- শিক্ষা কার্যক্রম শেষে আবারও সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হয়ে দিনের কাজ সম্পন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করা।
- অসুস্থ হলে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর ব্যবস্থা করা।
- নিকটস্থ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহায়তায় আক্রান্তদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

২. নিরাপদ শিখন কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতি

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রথম দিনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষার্থীদের বিশেষভাবে স্বাগত জানানো, যাতে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে আগ্রহী হয়।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রমে বিভিন্ন শারীরিক কার্যক্রম (খেলাধুলা, ব্যায়াম, যোগ-ব্যায়াম) সংযুক্ত করা এবং বাড়িতেও তা অনুশীলনের জন্য উৎসাহিত করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার পর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন স্বাস্থ্যবিধিগুলোর সাথে পরিচিত করানো এবং হাত-ধোয়ার স্থান, টয়লেট এসব কিভাবে ব্যবহার করবে সে বিষয়ে অবহিত করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহারে শিক্ষার্থীরা কি করতে পারে তা সম্পর্কে অবহিত করা।
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকলের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা। সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের জন্য বয়সোপযোগী ভাষা ব্যবহার করে এসব তথ্যের একটি কার্ডও করে দেওয়া যেতে পারে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের ও বাহির হওয়ার পথ নির্দিষ্ট করা ও শিক্ষার্থীদের তার সাথে পরিচিত করানো।

৩. দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের প্রস্তুতি

- সকল শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী, ক্লাসের বাইরে বিকল্প শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাতে সিলেবাস সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে অনলাইন ক্লাস (ফোন/ইন্টারনেট), এ্যাসাইনমেন্ট, প্রজেক্টভিত্তিক শিখন, হোমওয়ার্ক, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া।
- পরীক্ষা গ্রহণের চেয়ে শিখন কার্যক্রমের উপর বেশী জোর দেওয়া।
- ক্লাসের পড়ালেখা সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সহায়তা কার্যক্রম (Remedial Support) পরিচালনা করা; প্রয়োজনে স্টুডেন্ট কেবিনেট-কে যুক্ত করা।
- ঝুঁকিতে পড়তে পারে এমন শিক্ষার্থী ও কর্মীদের সনাক্ত এবং এদের সহযোগিতা করতে স্বাস্থ্যকর্মী/সমাজকর্মীদের সাথে কাজ করা।

৪. শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা, পুষ্টি ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তার প্রস্তুতি

- শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন স্বাস্থ্যবিষয়ক নিয়মকানুনসহ কোভিড-১৯ এর হালনাগাদ তথ্য অবহিত করা।
- দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের যে মানসিক চাপ তৈরি হয়েছে তা থেকে মুক্ত করানোর জন্য প্রথম এক/দুই সপ্তাহ পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিখনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- শিক্ষার্থীদের ঘন ঘন হাত ধোয়ায় উৎসাহিত করা; যেমন - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার পর, শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ ও বের হওয়ার পর, মেঝে, শিখন উপকরণ ও বইপত্র স্পর্শ করা, হাঁচি-কাশি দেয়া, নাকের সর্দি মোছার পরে, কোন কিছু খাওয়ার আগে, টয়লেট ব্যবহারের পর।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন সময়ে কোন শিক্ষার্থী/শিক্ষক/কর্মচারীর কোভিড-১৯ লক্ষণ থাকলে তাকে আলাদা স্থানে রেখে বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্বা
- নিজে অসুস্থ হলে বা পরিবারের অসুস্থ সদস্যের সেবা করার প্রয়োজন হলে, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্টাফদের বাড়িতে থাকতে উৎসাহিত করা।
- কোন শিক্ষার্থী অসুস্থ হলে, কার সাথে যোগাযোগ করবে তার তথ্য দেওয়া।
- প্রয়োজনে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহায়তায় তাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা

মাস্ক ব্যবহারে করণীয়ঃ

- মাস্ক ব্যবহারের আগে সর্বদা সাবান ও পানি দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে নেওয়া; এবং মাস্কটি খোলার আগে ও পরে হাত ধুয়ে নেওয়া;
- কার্যকর সুরক্ষা পেতে মুখ এবং নাক পুরোপুরি ঢেকে মাস্ক পরা;
- মাস্কটি পরিষ্কার আছে কিনা তা নিশ্চিত করা;
- মুখ, নাক এবং চিবুক এর কোথাও কোন ফাঁকা না রেখে মাস্কটি পরিধান করা;
- মাস্কটি ব্যবহারের পর শ্বাস নিতে আরাম বোধ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা;
- ব্যবহারের সময় মাস্কটি নোংরা হলে বা ভিজে গেলে তা পরিবর্তন করা; সার্জিক্যাল মাস্ক সর্বোচ্চ আট ঘন্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা;
- মাস্কটি খোলা বা ব্যবহারের সময় স্পর্শ না করে এর ইলাস্টিক লুপস্ ব্যবহার করা;
- তিন স্তরের (3-layer) কাপড়ের মাস্ক ব্যবহারের পরে তা গরম পানিতে ধুয়ে (না চিপে) রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা;
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মাস্কটি একবারের জন্য ব্যবহার করা এবং ব্যবহার শেষে ঢাকনাসহ ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেয়া।

মাস্ক ব্যবহারে বর্জনীয়

- পরিহিত মাস্কটি নাকের নীচে না টেনে রাখা;
- চিবুক উন্মোচিত না রাখবেন না;
- চিবুকের নীচে টেনে না রাখা;
- মাস্ক পরা অবস্থায় তা হাত দিয়ে স্পর্শ না করা;
- ঢিলেঢালা বা আলগা ইলাস্টিকের মাস্ক না পরা।
- নোংরা, নষ্ট, ভিজা বা ছিদ্রযুক্ত মাস্ক না পরা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন কোভিড-১৯ উপসর্গ দেখা দিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করণীয়ঃ

- কোন শিক্ষক/শিক্ষার্থী/কর্মচারী অসুস্থ বোধ করে বা তাদের যদি কোভিড-১৯ এর কোনও লক্ষণ দেখা যায়, সেক্ষেত্রে বাড়িতে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান; তবে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের বাবা-মা বা যত্নকারীরা শিক্ষার্থীদের স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আলাদা কক্ষে রাখা;
- অভিভাবককে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে জানানো এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে করণীয় সম্পর্কে জানতে পরামর্শ দেওয়া। এবং সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতে রাখার পরামর্শ দেওয়া;
- অসুস্থ ব্যক্তিকে একটি মেডিকেল মাস্ক দেয়া;
- সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতে আলাদা থাকতে বলা;
- অসুস্থ ব্যক্তি যে কক্ষে অপেক্ষা করেছে সেটি পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা;
- পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থী/কর্মীদের সরাসরি কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর প্রয়োজন হলে যোগাযোগের ব্যবস্থা নেওয়া;
- শিক্ষক/শিক্ষার্থী/কর্মচারীদের মধ্যে কোনও ফুসকুড়ি, উচ্চ রক্তচাপ বা তীব্র শ্বাসকষ্টের সমস্যা লক্ষ্য করেন, তবে অবিলম্বে তাদের চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া।

কোভিড -১৯ উপসর্গ সনাক্তকরণ ও এর লক্ষণ

- জ্বর, কাশি এবং ক্লান্ত বোধ করা।
- শ্বাসকষ্ট, বুকের ব্যথা বা চাপ
- পেশীতে বা শরীরে ব্যথা
- মাথাব্যথা
- স্বাদ বা গন্ধ না পাওয়া
- বিভ্রান্তি, গলা ব্যথা
- নাক দিয়ে পানি পড়া
- ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা
- ত্বকে ফুসকুড়ি

৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলাকালীন করোনার বিস্তার রোধে পদক্ষেপসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলাকালীন করোনার বিস্তার রোধে পদক্ষেপসমূহ

ক্ষেত্র	নির্দেশনা	প্রয়োজনীয় রির্সোস
নিরাপদ কার্যক্রম পরিচালনা	▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের সময় সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও স্টাফদের তাপমাত্রা পরিমাপের ব্যবস্থা করা- নন কন্টাক্ট থার্মোমিটারের ব্যবস্থা করা। নিয়মিতভাবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দিষ্ট জনবল প্রস্তুত রাখা। ▪ দুই শিফটের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে উভয় শিফটের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষকবিহীন শ্রেণিকক্ষে কোন শিক্ষার্থী অবস্থান করবে না। ▪ কোন শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা স্টাফের শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক এর তুলনায় বেশি থাকলে তার তথ্য সংরক্ষণ করা এবং তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের জন্য সাময়িকভাবে নিরুৎসাহিত করা। এদের কারো মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণের লক্ষণ থাকলে উপজেলা/জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টেস্টের ব্যবস্থা করানো। ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য চিহ্ন এঁকে রাখা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন সময়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সকলেই যেন তা অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করা। ▪ **বাধ্যতামূলকভাবে ১২ বছরের উর্দ্ধের সকলকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন পুরো সময় মাস্ক ব্যবহারে উৎসাহিত করা।** (কারণ WHO এর গাইডলাইন অনুযায়ী ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাস্ক পরার কোন প্রয়োজন নেই এবং ৬-১১ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য রোগ বিস্তারের ঝুঁকির উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্যদিকে কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য এ নিয়ম কিছুটা ভিন্নভাবে বিবেচনা করতে হবে।) ▪ শিক্ষার্থীরা যাতে একে অপরের মাস্ক না ব্যবহার করে তা বার বার বলা। ▪ পুনঃব্যবহার যোগ্য/কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার এবং তা নিয়মিত পরিষ্কার করতে উৎসাহিত করা। ▪ অনেক মানুষ স্পর্শ করে এমন জায়গাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন, শ্রেণীকক্ষ এবং পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার জায়গাগুলো পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা। ▪ উপজেলা/জেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহায়তায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য/বিধি হালনাগাদ রাখা এবং সে অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত মিটিং এর ব্যবস্থা রাখা যাতে প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।	• সংযুক্তি -১ এর প্রস্তাবিত সরঞ্জামের তালিকা • জনবল
	ওয়াশ ব্যবস্থাপনা ▪ প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ, প্রবেশদ্বার ও প্রস্থানের জায়গা এবং খাবারের ঘর ও টয়লেটগুলির কাছে অ্যালকোহল ভিত্তিক হ্যান্ড রাব (হ্যান্ড স্যানিটাইজার)/ পর্যাপ্ত সাবান ও পানি ব্যবস্থা রাখা ▪ বার বার এবং সঠিকভাবে (কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে)হাত ধোয়াকে উৎসাহিত করা ▪ মেয়ে এবং ছেলেদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিষ্কার এবং পৃথক শৌচাগার বা ল্যাট্রিন নিশ্চিত করা	• সংযুক্তি -১ এর প্রস্তাবিত সরঞ্জামের তালিকা
	▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত মাস্কের মজুদ রাখা, যাতে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। কীভাবে ৩-লেয়ারের কাপড়ের মাস্ক তৈরি করা যায়, তার সচিত্র বিবরণ	• সংযুক্তি -১ এর প্রস্তাবিত

ক্ষেত্র	নির্দেশনা	প্রয়োজনীয় রির্সোস
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে বিভিন্ন দৃশ্যমান স্থানে ঝুলানোর ব্যবস্থা করা, যাতে করে কমিউনিটি পর্যায়ে অভিভাবকগণ তাদের নিজ নিজ সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেন। স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত তথ্যাদি চিত্রসহ এবং ব্রেইলের মাধ্যমে সহজলভ্য করে তুলতে হবে। সংযুক্তি ২ - কাপড়ের মাস্ক তৈরির প্রক্রিয়া (ছবিসহ) ▪ নিরাপদ খাবার পানি এবং সাবান, অ্যালকোহল রাব/হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা ক্লোরিন দ্রবণের (০.০৫%) নিয়মিত ব্যবস্থা রাখা।	সরঞ্জামের তালিকা • কাপড়ের মাস্ক তৈরির প্রক্রিয়ার কার্ড/লিফলেট (ছবিসহ)
	▪ লাইব্রেরি, হোস্টেল/আবাসিক জায়গা, ক্যান্টিন ও অন্যান্য জায়গায় স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করা। ▪ আবাসিক হোস্টেলে থাকাকালীন শিক্ষার্থীদের নিজস্ব থালা-বাসন বা ওয়ান টাইম থালা-বাসন ও নিজস্ব পানির পাত্র ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। থালা-বাসন এবং পানির পাত্র পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা। প্রতিবার পরিবেশনের পরে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য থালাবাসন ও পানির পাত্র জীবাণুমুক্ত করা।	
নিরাপদ শিখন নিশ্চিতকরণ	**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ** ▪ প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগের নম্বর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। ▪ শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং স্টাফদের অনুপস্থিতি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা রাখা। ▪ শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধাজনিত অসুস্থতার কারণে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং স্টাফদের অনুপস্থিতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানানোর ব্যবস্থা করা।	তথ্য সংরক্ষণের শীট
	লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা রক্ষায় পরিকল্পনা করা ▪ প্রয়োজনে ছুটি এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে একাডেমিক ক্যালেন্ডার পরিবর্তনের পরিকল্পনা করা। ▪ সকল শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনে অনলাইন/ই-লার্নিং কৌশল ব্যবহার করা ▪ বাড়ির জন্য পড়া এবং অনুশীলনের ব্যবস্থা করা ▪ শিখনের বিষয়বস্তুসমূহ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রেডিও, ইন্টারনেট, অডিও ফাইল বা টেলিভিশনে সম্প্রচারের ব্যবস্থা চালু রাখা ▪ যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আংশিকভাবে খোলা রয়েছে অথবা পরিবর্তিত সময়সূচিতে চলছে, অথবা অসুস্থতা বা কোয়ারেন্টাইনের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারছে না সেসব জায়গায় মিশ্র পদ্ধতিতে শিখন পরিচালনার ব্যবস্থা রাখা।	শিক্ষক প্রশিক্ষণ
	বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা বাস্তবায়ন করা: ▪ প্রতিদিনের কর্মকান্ডে রোগ প্রতিরোধ ও তা নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা। শিক্ষার্থীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-পুষ্টি এবং শারীরিক ব্যায়ামের বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক আলোচনা করা। বিষয়গুলো যাতে বয়স, লিঙ্গ, জাতি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী নির্বিশেষে সকলের জন্য সংবেদনশীল হয় এবং বিদ্যমান বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হয় তা নিশ্চিত করা। ▪ বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের জন্য পরিস্কার পরিচ্ছনতার পাশাপাশি পুষ্টির গুরুত্ব অনেক বেশি। সঠিক পুষ্টির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সচেতন করা। পুষ্টি বিষয়ক তথ্যের জন্য **কৈশোরকালীন পুষ্টি বিষয়ক জাতীয় নির্দেশনা** অনুসরণ করা যেতে পারে। ▪ প্রতি সপ্তাহে একদিন স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক ক্লাসের ব্যবস্থা করা। এখানে প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্যবিধির হালনাগাদ তথ্য নিয়ে আলোচনাসহ কিছু স্বাস্থ্যবিধির কিছু ব্যবহারিক প্রয়োগ করানো যেতে পারে; যেমন - নিয়মানুযায়ী হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার, যত্রতত্র থুথু বা কফ না ফেলা ইত্যাদি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শারীরিক দুরত্বের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা।	

ক্ষেত্র	নির্দেশনা	প্রয়োজনীয় রির্সোস
	▪ সঠিকভাবে হাত ধোয়ার নিয়ম-কানুন (কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে) ও শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত স্বাস্থ্যকর অনুশীলনগুলোকে উৎসাহিত করে এমন সংকেত প্রচার করা। ▪ কেউ অসুস্থ হলে কী করণীয় তা সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য প্রদান করা।	
মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তাকে গুরুত্ব দেওয়া	▪ বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকায় শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থার উপর যে চাপ পড়েছে, তা থেকে মুক্ত করানের জন্য কোন প্রশ্ন এবং উদ্বেগ থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহিত করা। প্রশ্ন বা উদ্বেগ নিয়ে শিক্ষকদের সাথে শিক্ষার্থীদের কথা বলাকে উৎসাহিত করা। ▪ সঠিক এবং বয়স উপযোগী পদ্ধতিতে তথ্য প্রদান করা। ▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য স্বাভাবিক কার্যক্রমের সাথে বিভিন্ন শারীরিক কার্যক্রম (খেলাধুলা, ব্যায়াম, যোগ-ব্যায়াম) সংযুক্ত করা এবং বাড়িতেও তা অনুশীলনের জন্য উৎসাহিত করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চা করানোর সময়ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা। ▪ পরীক্ষা গ্রহণের চেয়ে শিখন কার্যক্রমের উপর বেশী জোর দেয়া। ▪ সমবয়সীদের সহায়তা করা এবং হয়রানি প্রতিরোধ করার পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেয়া। ▪ নিজেদের কল্যাণের জন্য স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষকদের সচেতন করা। ▪ ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও স্টাফদের সনাক্ত করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে স্বাস্থ্যকর্মী ও সমাজকর্মীদের সাথে কাজ করা। ▪ মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তার জন্য আরো জানতে ভিজিট করুন - https://dghs.gov.bd/images/docs/Notice/05_04_2020_Mental%20Health%20during%20Covid-19.pdf	শিক্ষক প্রশিক্ষণ
দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সহায়তা	▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রদান করা যেতে পারে এমন জরুরি সেবা যেমন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খাদ্য কর্মসূচি বা বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের জন্য চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সামাজিক সেবা ব্যবস্থার সাথে কাজ করা। ▪ বাড়িতে অসুস্থ কারো সেবা করার দায়িত্ব নেয়া বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না যাওয়ার কারনে হয়রানির শিকার হওয়ার সুনির্দিষ্ট ঝুঁকিগুলো বিবেচনা করে তাদের জন্য নমনীয় শিখনের ব্যবস্থা করা।	
অসুস্থ শিক্ষক/শিক্ষার্থী/ স্টাফকে সহায়তা	▪ নিজে অসুস্থ হলে বা পরিবারের অসুস্থ সদস্যের সেবা করার প্রয়োজন হলে, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও স্টাফদের বাড়িতে থাকতে উৎসাহিত করা। ▪ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহায়তায় তাদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। ▪ সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক/শিক্ষার্থী/স্টাফদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে নিরুৎসাহিত করা।অসুস্থ অবস্থায় ছুটি নেয়ার নীতিমালাকে সহজ করা। বিকল্প কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা ও কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করা।	
দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	▪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও জীবাণুমুক্ত করা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশি বিষয়ক শিষ্টাচার, সুরক্ষা সরঞ্জামের ব্যবহার, অসুস্থদের জন্য করণীয়, নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং অপ্রয়োজনীয় স্পর্শ এড়িয়ে চলা বিষয়ে শিক্ষক, কর্মচারী ও স্টুডেন্ট কেবিনেট-কে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা।	প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম

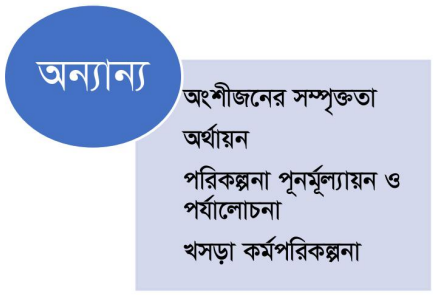

অন্যান্য

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনের সম্পৃক্ততা

- স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি, পিটিএ ও অভিভাবকদেরকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করতে হবে; যেমন-
  - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের বিষয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা তৈরিতে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর জন্য স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটিকে সম্পৃক্তকরণ;
  - শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত ওয়াশ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সমন্বয়ে বাস্তবায়ন;
  - পিটিএ ও অভিভাবকদেরকে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী নিশ্চিতকরণে উদ্বুদ্ধ করা;
  - কোন প্রকার গুজব বা মিথ্যা তথ্য যাতে না ছড়ায়, যাতে করে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হতে পারে;
  - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি, পিটিএ এবং শিক্ষক প্রতিনিধির সমন্বয়ে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা মেনে চলা হচ্ছে কি না এবং সকলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে কিনা তা মনিটরিং করতে হবে।
- যোগাযোগের সুবিধার্থে প্রধান শিক্ষক ও এক বা একাধিক শিক্ষকের মোবাইল নম্বর ও হটলাইন নম্বর প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এবং এই নাম্বারগুলো ব্যবহারকারীদের প্রাপ্ত ফোনকল গুলোতে যথাযথ সাড়া দিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া।
- প্রত্যেক উপজেলা শিক্ষা অফিস এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তথ্য কেন্দ্রে যোগাযোগের নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে, যাতে অভিভাবকসহ স্থানীয় জনগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা পেতে পারেন।
- শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি/অসুস্থতাজনিত ছুটি বা ক্ষেত্রবিশেষে অস্থায়ীভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে, মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সহায়তা করা। যেমন- অনলাইনের ক্লাসের ব্যবস্থা করা - ইন্টারনেট/মোবাইল ফোনের মাধ্যমে, দুর শিখন কার্যক্রম গ্রহণ।

অর্থায়ন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের পরিকল্পনা গ্রহণের সময় যে বাজেট প্রণয়ন করা হবে, তাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল এর ব্যবহার প্রাধান্য পাবে। নিজস্ব তহবিল এ পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বে স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এর সহায়তা নিয়ে অর্থ ব্যবস্থা করতে হবে।

মনিটরিং

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে কী না তা প্রতিয়তই মনিটরিং করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে এ নির্দেশনা বাস্তবায়ন কমিটি সংযুক্তিতে দেওয়া চেকলিস্ট অনুযায়ী সাপ্তাহিক মনিটরিং করে যথাযথ পদক্ষেপ নিবে। এছাড়াও জেলা শিক্ষা অফিস ও উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে প্রতি ১৫ দিনে একবার পরিদর্শনের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যবিধির বিষয়গুলোও সংযুক্ত চেকলিস্ট অনুযায়ী মনিটরিং করা হবে।

নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কর্মপরিকল্পনা পুনর্মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু থাকাকালীন প্রতিনিয়তই কার্যক্রম মনিটরিং করতে হবে এবং নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনাটি তাৎক্ষণিক পুনর্মূল্যায়ন ও পরিবর্তন করতে পারে, যেমন -

- জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধিতে কোন বড় পরিবর্তন আসলে, নতুন বিধি অনুযায়ী পরিকল্পনাটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে আলোচনা/পর্যালোচনা করে পরিবর্তন করা। পরিবর্তিত পরিকল্পনাটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে (শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পিটিএ, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ) জানানো।
- কোন ধরনের গুজব ছড়ালে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় প্রশাসন, আইন শৃংখলা বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করা এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আর কোন ধরনের গুজব যাতে না ছড়ায় এজন্য শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের নিয়মিত সচেতন করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকায় কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতি বা অবনতি হলে, তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্যবিভাগের সাথে যোগাযোগ করে পরিকল্পনা পরিবর্তন করা ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা।
- শুরুতে যে সংখ্যক শিক্ষার্থীকে নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা যদি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে কিংবা কমে সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি পুনর্মূল্যায়ন করে পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার নমুনা

নিচে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার নমুনা দেওয়া হলো, যা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আলাদা হবে। যেমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হয়তো নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ১০ দিনের কম লাগতে পারে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বেশিও লাগতে পারে। এই কর্মপরিকল্পনার একাধিক কাজ একই সাথে চলতে পারে। যেমন - ৪, ৫, ৬, ৭ নং কাজগুলো পাশাপাশি চলতে পারে। আবার ৯ ও ১০ নং কাজগুলো পাশাপাশি চলতে পারে।

ক্রম	কাজ	কখন করবে?	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণ	প্রয়োজনীয় সময়সীমা (দিন)														
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ বিষয়ক পরিকল্পনা সভা ও দায়িত্ব বন্টন	নির্দেশনাপত্রটি হাতে পাওয়ার পর	প্রধান শিক্ষক															
২.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণ বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন	নির্দেশনাপত্রটি হাতে পাওয়ার পর ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে	পরিকল্পনা বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ															
৩.	পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন ও ক্রয় তালিকা প্রস্তুতকরণ	নির্দেশনাপত্রটি হাতে পাওয়ার পর	পরিকল্পনা বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ															
৪.	ক্রয় তালিকার সকল মালামাল ক্রয় কিংবা সংগ্রহের ব্যবস্থা	জাতীয় নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে	প্রধান শিক্ষক/ ব্যবস্থাপনা কমিটি															
৫.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জীবাণুমুক্তকরণ	ঐ	পরিচ্ছন্নতা কমিটির সদস্য															
৬.	নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের চাহিদা নিরূপণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	ঐ	প্রধান শিক্ষক/ ব্যবস্থাপনা কমিটি															

৭.	শিক্ষার্থীদের নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরণে প্রস্তুতিমূলক কাজ	ঐ	শিক্ষকগণ																
৮.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু বিষয়ক প্রচারণা (Back to School Campaign)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার এক সপ্তাহ আগে থেকে																	
৯.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুকরণ	নির্ধারিত দিনে	প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি																
১০.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুকরণের পর পরিকল্পনা নিয়মিত মনিটরিং																		
১১.	পরিকল্পনা নিয়মিত মনিটরিং ও পর্যালোচনা	প্রতি সপ্তাহে অথবা মাসের শেষে একদিন																	
১২.	প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃংখলা বাহিনীর সাথে যোগাযোগ	প্রয়োজনানুসারে																	

সংযুক্তিসমূহ

সংযুক্তি ১: সম্ভাব্য উপকরণ সমূহের / সরঞ্জামের তালিকা

ক্রম	যেখানে প্রযোজ্য	উপকরণের নাম
১.	হাত ধোয়া	✓ হাত ধোয়ার স্থান (স্টেশন) ✓ সাবান ✓ হ্যান্ড স্যানিটাইজার ✓ তরল সাবান (লিকুইড সোপ) ✓ ক্লোরিনযুক্ত পানি (০.০৫%)
২.	শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত হাইজিন	✓ পর্যাপ্ত মাস্ক অথবা কাপড়ের মাস্ক তৈরির উপায় সম্পর্কিত পোস্টার/লিফলেট ✓ টিস্যু রোল ✓ ময়লা ফেলার পাত্র ✓ কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক পোস্টার/লিফটলেট
৩.	পানি সরবরাহ	✓ পানির কল ✓ পানির পাইপ
৪.	পরিস্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ	✓ উন্নত মানের গ্লাভস ✓ পরিস্কারক চাঁছনি ✓ হাতলযুক্ত ব্রাশ / ঝাড়ু ✓ মপ এবং বালতি বা বেসিন ✓ মাস্ক বা মুখমন্ডল রক্ষা করার সামগ্রী (ফেইস শিল্ড) ✓ তরল ব্লিচিং
৫.	কোভিড-১৯ সনাক্তকরণ (ট্রেসিং)	✓ কন্টাক্টলেস থার্মাল স্ক্যানার

সংযুক্তি ২ - কাপড়ের মাস্ক তৈরির ও ব্যবহারের প্রক্রিয়া (ছবিসহ)

কাপড়ের মাস্ক তৈরির ২ (দুই) টি নির্দেশনা ও কাপড়ের মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনা : (আরো বিস্তারিত জানতে https://dghs.gov.bd/images/docs/Notice/Notice_02_06_2020_mask.pdf এই লিংকে প্রবেশ করুন)

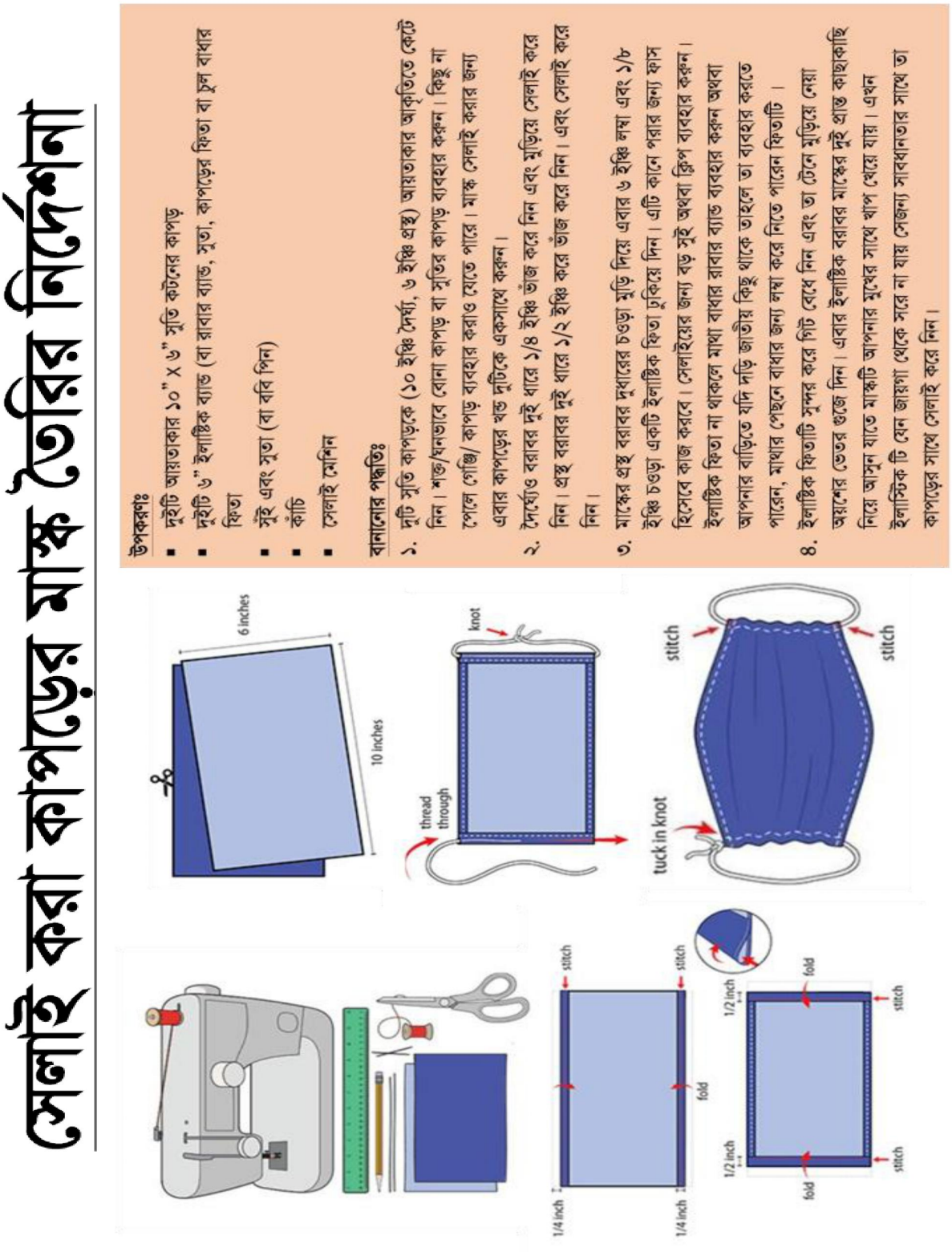

সেলাই বিহীন কাপড়ের মাস্ক তৈরির নির্দেশনা

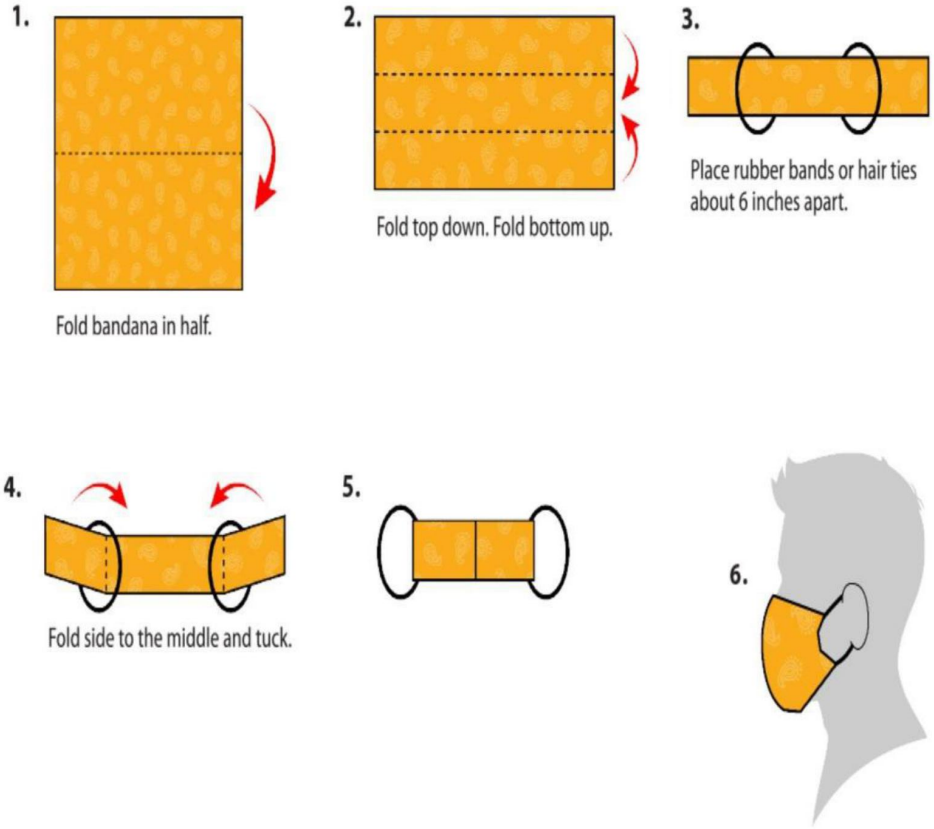

উপকরণঃ

- রুমাল, পুরনো গেঞ্জির কাপড় অথবা চারকোনা সুতির কাপড় (আনুমানিক ২০" X ২০" কাটুন)
- রাবার ব্যান্ড বা চুলের ব্যান্ড
- কাঁচি (যদি আপনি আপনার নিজের কাপড় কেটে থাকেন)

বানানোর পদ্ধতিঃ

১. রুমালটির মাঝখানে সমানভাবে ভাঁজ করুন।
২. রুমালটি উপরের ও নিচের থেকে দুটি অংশ রুমালটির মাঝামাঝি জায়গায় এনে ভাঁজ করুন।
৩. দুইটি রাবার ব্যান্ড ৬ ইঞ্চি ব্যবধানে রুমালটিতে স্থাপন করুন।
৪. পাশ থেকে ভাঁজ করে মাঝখানে আটকে দিন।

কাপড়ের মাস্কের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়ঃ

- মুখে ঠিকমতো আটকানোর পাশাপাশি পরিধানে আরাম বোধ হবে।
- নাক এবং মুখ পুরোপুরি ঢেকে থাকবে।
- মাস্কটি কানের সাথে রাবার ব্যান্ড এর মাধ্যমে আটকে থাকবে।
- কাপড়ের একাধিক স্তর (Layer) থাকবে।
- বাধাহীন ভাবে শ্বাস নেয়া যাবে।
- কাপড়ের কোন ক্ষতি এবং আকারের পরিবর্তন ছাড়া ধোয়া এবং মেশিনে শুকানো যাবে।

দর্শনা

কাপড়ের মাস্ক পরার নিয়মাবলী/নির্দেশনা

মাস্ক পরার প্রয়োজনীয়তা করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার প্রতিরোধে সুস্থ এবং আক্রান্ত উভয় ব্যক্তিকেই বাড়ির বাইরে চলাচলরত অবস্থায় মাস্ক পরতে হবে

যে ধরণের মাস্ক ব্যবহার করবেন তিন স্তর বিশিষ্ট কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার করবেন। একটি মাস্ক তৈরি করতে দুই ধরণের কাপড় (যেমন মোটা সুতি কাপড় ও পলিয়েস্টার/পপলিন) ব্যবহার করা যাবে

মাস্ক পরার নিয়মাবলী/নির্দেশনা

মাস্ক পরার আগে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান ও পানি দিয়ে দুই হাত ধুয়ে নিন

মাস্কটি এমনভাবে মুখের উপর রাখুন যেন নাক ও মুখ ঢেকে যায়, এরপর এমনভাবে বেঁধে নিন যেন মুখ ও মাস্কের মাঝে কোনো ফাঁক না থাকে

পরার সময় মাস্ক স্পর্শ করবেন না, ফিতা ধরে মাস্ক পরুন

মাস্ক খোলার সময় সামনের অংশ স্পর্শ করবেন না, পেছনের বাঁধন খুলে মাস্ক সরিয়ে নিন

কথা বলার সময় কখনোই নাক-মুখ উন্মুক্ত রেখে মাস্ক দ্বারা থুতনি ঢেকে রাখবেন না এবং শুধুমাত্র নাক বা শুধুমাত্র মুখ ঢেকে রাখলে চলবে না, সবসময় সঠিক ভাবে কাপড়ের তৈরি মাস্ক পরুন

মাস্ক ভিজে গেলে দ্রুত সেটি বদলে নতুন অথবা পরিষ্কার আরেকটি মাস্ক পরুন

ব্যবহৃত মাস্ক কখনোই উল্টো করে পুনরায় ব্যবহার করবেন না

সবসময় কাপড়ের তৈরি দুটি মাস্ক রাখুন, যেন একটি ব্যবহার করার সময় অন্যটি ধুতে দেয়া যায়

কাপড়ের তৈরি মাস্ক ব্যবহারের পর সাবান ও গরম পানিতে ধুয়ে ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে আবার পরুন

একটি মাস্ক শুধুমাত্র একজন ব্যবহার করবেন, একজনের মাস্ক কোনোভাবেই অন্যজন ব্যবহার করতে পারবেন না, পরিবারের সবার জন্য আলাদা আলাদা মাস্কের ব্যবস্থা রাখুন

মাস্ক খোলার পর কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান ও পানি দিয়ে দুই হাত ধুয়ে নিন

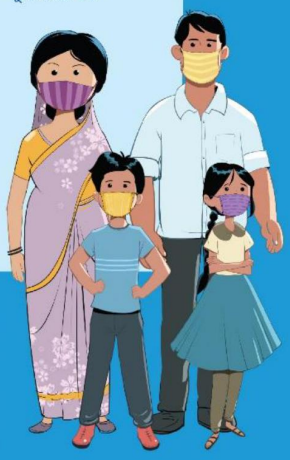

মনে রাখতে হবে

স্বাস্থ্য সেবাদানকারী, কোভিড-১৯ সংক্রমিত ব্যক্তি এবং সংক্রমিত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকা অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য কাপড়ের মাস্ক প্রযোজ্য হবে না, তাদের অবশ্যই আরো উন্নত মাস্ক ব্যবহার করতে হবে (একটি সার্জিক্যাল মাস্ক একবার ব্যবহার করা যাবে এবং জাতীয় নীতিমালা অনুসরন করে এন-৯৫ মাস্ক ব্যবহারযোগ্য থাকা অবস্থায় একাধিক বার ব্যবহার করা যাবে। এন-৯৫ মাস্ক ধোয়া যাবে না)।

হাত জীবাণুমুক্ত করার আগে কোনোভাবেই মুখ স্পর্শ করা যাবে না এবং মাস্কের অবস্থান ঠিক করার জন্য বারবার মুখ, নাক ও চোখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। শুধুমাত্র মাস্কের ব্যবহার কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখতে যথেষ্ট নয়। সুরক্ষিত থাকতে সবসময় অন্যদের থেকে কমপক্ষে ১ মিটার বা তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখা এবং ঘন ঘন সাবান ও পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া জরুরি।

আসুন সকলে মাস্ক পরি, একে অপরকে সুরক্ষিত রাখি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

কোভিড-১৯ বিষয়ে সরকারের জনসচেতনতামূলক প্রচারণা কাজের সহায়ক হিসেবে রিস্ক কমিউনিকেশন ও কমিউনিটি এনগেজমেন্ট পিলারের মাঝে সমন্বয় সাধন করে এই যোগাযোগ উপকরণটি তৈরি করা হয়েছে

সংযুক্তি ৩- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের পর নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম নিশ্চিতরণে মনিটরিং চেকলিস্ট

।	অবস্থা		মন্তব্য
নিরাপদ স্কুল কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ ঃ			
১. প্রচলিত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-সুরক্ষা বিধি অনুশীলন নিশ্চিত করা	হ্যাঁ	না	
১.১ ইতিবাচক স্বাস্থ্যবিধি আচরণ কি প্রচারিত ও প্রদর্শিত হচ্ছে?	☐	☐	
ক. নিয়মিতভাবে হাত-ধোয়া, হাঁচি-কাশি শিষ্টাচার এবং অন্যান্য ইতিবাচক স্বাস্থ্যবিধি আচরণের প্রদর্শন করা হয় কি?	☐	☐	
খ. ইতি-বাচক স্বাস্থ্যবিধি আচরনকে উৎসাহিত করে এমন সংকেত বা চিহ্ন, পোস্টার এবং অন্যান্য তথ্য পুরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জুড়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পরিবারকে অবহিত করা হয়েছে।	☐	☐	
২. প্রচলিত নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব অনুশীলন নিশ্চিত করা	হ্যাঁ	না	
২.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসা-যাওয়ার পথে শারীরিক দূরত্ব অনুশীলন ও প্রয়োগ করা হচ্ছে কি?	☐	☐	
২.২ স্কুল প্রাঙ্গনে শারীরিক দূরত্বের ব্যবস্থাগুলি অনুশীলন ও প্রয়োগ করা হচ্ছে কি?	☐	☐	
২.৩ শারীরিক দূরত্ব বিধি মেনে চলাকে উৎসাহিত করে এমন সংকেত বা চিহ্ন, পোস্টার পুরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জুড়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পরিবার-কে অবহিত করা হয়েছে।	☐	☐	
২.৪ প্রধান শিক্ষক প্রতিদিনই শারীরিক দূরত্ব বিধি মেনে চলা হচ্ছে কীনা তা মনিটর করেন			
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাত ধোয়ার (হ্যান্ড ওয়াশিং) সুবিধা	হ্যাঁ	না	
৩.১ হাত ধোয়ার (হ্যান্ড ওয়াশিং) সুবিধা আছে কি?	☐	☐	
ক. পর্যাপ্ত পরিমানে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা আছে কি?	☐	☐	
খ. পর্যাপ্ত পরিমানে সাবানের ব্যবস্থা আছে কি?	☐	☐	
গ. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর উপযোগী ব্যবস্থা আছে কি?	☐	☐	
৩.২ ওয়াশ সুবিধা'র নিরাপদ ব্যবস্থাপনা আছে কি?	☐	☐	
৩.৩ পর্যাপ্ত পরিমানে ওয়াশ সরবরাহের মজুদ আছে কি এবং চাহিদা অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে পুনঃ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে কি?	☐	☐	
৩.৪ মাসিক কালীন পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে কি এবং এর নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আছে কি?	☐	☐	
৩.৫ ওয়াশ সুবিধাগুলির নিয়মিত মূল্যায়ন করা হচ্ছে কি?	☐	☐	
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা ও পরিষ্কার করা	হ্যাঁ	না	
৪.১ সময় সূচী অনুযায়ী নিয়মিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবকাঠামো এবং সংস্থানগুলি জীবাণুমুক্ত করা ও পরিষ্কার করা হয় কি?	☐	☐	
৪.২ সময়সূচী ও প্রোটোকল অনুযায়ী নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য নিষ্কাশন করা হয় কি?	☐	☐	
৫. দূর-শিখন চলাকালীন শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন পরিচালনা করা	হ্যাঁ	না	
৬. বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিখন পূনরুদ্ধারে সহায়তা করা	হ্যাঁ	না	
৭. পাঠদান এবং শিখনের নমনীয় ও মিশ্র ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা	হ্যাঁ	না	
৮. অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা গ্রহণ না করা	হ্যাঁ	না	
৯. বিকল্প উপায়ে পাঠদানে শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা	হ্যাঁ	না	
১০. স্কুলে ফিরে না আসা শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করা	হ্যাঁ	না	
১১. ড্রপ-আউট ঝুঁকিতে আছে এমন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা এবং তাদের সহায়তা করা	হ্যাঁ	না	
১২. সকল শিক্ষার্থী সব ধরনের সহিংসতা, অপব্যবহার (**abuse**), শোষণ (**exploitation**) এবং অবহেলা (**neglect**) থেকে মুক্ত	হ্যাঁ	না	

সংযুক্তি ৪- সঠিক নিয়মে হাত ধোয়ার সচিত্র বিবরণ (পোস্টার)